POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد
وَلَقَدۡ نَصَرَکُمُ اللّٰہُ بِبَدۡرٍ وَّاَنۡتُمۡ اَذِلَّۃٌ

খণ্ড 2
গ্রাহক চাঁদা

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
The Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 38
সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির
সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার ২১ শে সেপ্টেম্বর, 2017 21 তাবুক , 1396 হিজরী শামসী 29 যিল হাজ্জ1438 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

আমার পুস্তক কিশতিয়ে নূহে এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলাম যে, প্লেগের যুগে আমাদের টীকা নেওয়ার প্রয়োজন হইবে না। খোদা আমাকে ও আমার গৃহের সকলকে নিজেই রক্ষা করিবেন এবং তুলনামূলকভাবে নিরাপত্তা আমাদের সাথেই থাকিবে।

বাণী ঃ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)

৪১ নং নিদর্শন: এই যে, কুড়ি বা একুশ বৎসর পূর্বে আমি একটি ইশ্‌তেহার প্রকাশ করিয়াছিলাম। উহাতে লিখিয়াছিলাম, খোদা আমার সহিত ওয়াদা করিয়াছেন যে, তিনি আমাকে চারটি ছেলে দিবেন, যাহারা দীর্ঘায়ূ লাভ করিবে। এই ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি মোয়াহেবুর রহমানের ১৩৯ পৃষ্ঠায় ইঙ্গিত আছে- অর্থাৎ এই লেখাটি - اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ الَّذِیۡ وَھَبَ لِیۡ عَلَی الۡکِبَرِ اَرۡبَعَۃً مِّنَ الۡبَنِیۡنَ وَ اَنۡجَزَ وَعۡدَہٗ مِنَ الۡاِحۡسَانِ

অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'লার প্রশংসা ও স্তুতি, যিনি আমাকে বার্ধক্যে চারটি ছেলে দিয়াছেন এবং স্বীয় ওয়াদা (আমি চারটি ছেলে দিব) পূর্ণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ এই চারটি ছেলে হইল ঃ মাহমুদ আহমদ, বশীর আহমদ, শরীফ আহমদ ও মোবারক আহমদ। তাহারা জীবিত আছে।

৪২ নং নিদর্শনঃ এই যে, পৌত্রের রূপে খোদা আমাকে পঞ্চম ছেলের ওয়াদা করিয়াছিলেন, যেমন এই পুস্তক মোয়াহেবুর রহমানের ১৩৯ পৃষ্ঠাতেই এইভাবে ভবিষ্যদ্বাণীটি লিখা আছে: وَ بَشَّرَنِیۡ بِخَامِسٍ فِیۡ حِیۡنٍ مِّنَ الۡاَحۡیَانِ অর্থাৎ চার ছেলে ব্যতীত পৌত্ররূপে পঞ্চম ছেলের জন্ম হইবে। তাহার সম্পর্কে খোদা তা'লা আমাকে সুসংবাদ দেন যে, এক সময় নিশ্চয় তাহার জন্ম হইবে। তাহার সম্পর্কে আরও একটি ইলহামও হইল। বহুদিন পূর্বে তাহা আল্‌ বদর ও আল্‌ হাকাম পত্রিকায় মুদ্রিত হয়। তাহা এই যে-اِنَّا نُبَشِّرُکَ بِغُلَامٍ نَافِلَۃً لَّکَ نَافِلَۃً مِّنۡ عِنۡدِیۡ অর্থাৎ আমি তোমাকে আরও একটি ছেলের সুসংবাদ দিতেছি, যে তোমার পৌত্র হইবে, অর্থাৎ ছেলের ছেলে। এই পৌত্র আমার পক্ষ হইতে। বস্তুতঃ প্রায় তিন মাস পূর্বে আমার ছেলে মাহমুদ আহমদের ঘরে ছেলের জন্ম হয়। তাহার নাম নাসীর আহমদ রাখা হইয়াছে। অতএব এই ভবিষ্যদ্বাণী সাড়ে চার বৎসর পর পূর্ণ হইল।

৪৩ নং নিদর্শনঃএই যে, আমার পুস্তক কিশতিয়ে নূহে এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলাম যে, প্লেগের যুগে আমাদের টীকা নেওয়ার প্রয়োজন হইবে না। খোদা আমাকে ও আমার গৃহের সকলকে নিজেই রক্ষা করিবেন এবং তুলনামূলকভাবে নিরাপত্তা আমাদের সাথেই থাকিবে। কিন্তু কোন কোন টীকা গ্রহণকারীর প্রাণের ক্ষতি হইবে। বস্তুতঃ এইরূপই হইল। কোন কোন লোক টীকায় এতখানি ক্ষতিগ্রস্ত হইল যে, তাহাদের দৃষ্টিশক্তি চলিয়া যাইতে থাকিল এবং কাহারো কাহারো অঙ্গহানি হইয়া গেল, সব চাইতে ক্ষতিগ্রস্ত হইল গুজরাত জেলার মালাকওয়ালের লোকেরা। তথায় একই দফায় ১৯ ব্যক্তি টীকায় মরিয়া গেল।

৪৪ নং নিদর্শনঃ এই যে, মালের কোটলার জমিদার সরদার নবাব সাহেব মোহাম্মদ আলী খানের ছেলে আব্দুর রহীম খান এক ভয়ানক তীব্র জ্বরে আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার জীবন রক্ষার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছিল না, যেন সে মৃতদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ঐ সময় আমি তাহার জন্য দোয়া করিলাম। ইহাতে আমি বুঝিতে পারিলাম তকদীর অলংঘণীয়। তখন আমি খোদার দরবারে নিবেদন করিলাম হে খোদা! আমি ইহার জন্য সুপারিশ করিতেছি। ইহার উত্তরে খোদা তা'লা বলেন, مَنۡ ذَا الَّذِیۡ یَشۡفَعُ عِنۡدَہٗۤ اِلَّا بِاِذۡنِہٖ

অর্থাৎ কাহার স্পর্ধা আছে খোদার অনুমতি ছাড়া কাহারো জন্য সুপারিশ করিতে পারে? তখন আমি চুপ হইয়া গেলাম। ইহার পর সাথে সাথে ইলহাম হইল- اِنَّکَ اَنۡتَ الۡمَجَاز অর্থাৎ তোমাকে সুপারিশ করার অনুমতি দেওয়া হইল। তখন আমি অত্যন্ত বিনয়ের সহিত কাঁদিয়া কাটিয়া দোয়া করিতে আরম্ভ করিলাম। খোদা তা'লা আমার দোয়া গ্রহণ করিলেন এবং ছেলেটি যেন কবর হইতে বাহির হইয়া আসিল। তাহার স্বাস্থ্যের লক্ষণ প্রকাশ পাইল। কিন্তু সে এতখানি দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল যে, দীর্ঘদিন পর সে নিজের আসল চেহারায় ফিরিয়া আসিল। সে সুস্থ হইয়া গেল এবং এখনো জীবিত আছে।

৪৫ নং নিদর্শনঃ এই যে, আমার নিষ্ঠাবান বন্ধু মৌলবী নূরুদ্দীন সাহেবের একটি ছেলের মৃত্যু হইয়াছিল। তাঁহার একটি মাত্র ছেলে ছিল। তাঁহার মৃত্যুতে কোন কোন নির্বোধ দুশমন এই ধারণায় খুবই আনন্দ প্রকাশ করিল যে, মৌলবী সাহেব পুত্রহীন হইয়া রহিল। তখন আমি তাঁহার জন্য অনেক দোয়া করিলাম। দোয়ার পর খোদা তা'লার পক্ষ হইতে আমি এই সংবাদ পাইলাম যে, তোমার দোয়ায় একটি ছেলের জন্ম হইবে। সে যে কেবল দোয়ার ফলে জন্মগ্রহণ করিবে

এরপর আটের পাতায়.....

১২৩ তম জলসা সালানা কাদিয়ান

সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মুমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) কাদিয়ানের ১২৩ তম জলসা সালানার জন্য মঞ্জুরী প্রদান করেছেন। জলসার দিনগুলি হল- ২৯, ৩০ এবং ৩১ শে ডিসেম্বর, ২০১৭ (যথাক্রমে শুক্র, শনি, ও রবিবার)। জামাতের সদস্যগণ দোয়ার সাথে এই আশিসময় জলসায় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি শুরু করে দিন। আল্লাহ্‌ তা'লা আমাদের সকলকে এই ঐশী জলসা থেকে আশিসমন্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। জলসার সার্বিক সফলতা এবং পুণ্যাত্মাদের জন্য এটিকে সত্য পথের দিশারী করে তোলার জন্য দোয়ারত থাকুন।

(নাযির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাযিয়া, কাদিয়ান)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়

মৌলানা আতাউল মুজীব রাশেদ, (অনুবাদ: মির্যা সফিউল আলাম)

আল্লাহ তা'লা মানুষকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, ঐশী আদেশ শুনে কখনও সে এতটাই প্রভাবিত হয় যার ফলে তার মধ্যে এক আমূল পরিবর্তন আসে। হযরত উমর (রা.)-এর সম্পর্কে বর্ণনা করা হয় যে, কুরআন করীমের আয়াত শুনে ততক্ষণাৎ তার প্রভাবের অধীনে দাঁড়িয়ে পড়তেন। হযরত আবু বাকার (রা.)-এর মুখ থেকে কুরআন করীমের এই আয়াত শুনে তাঁর উপর এক অলৌকিক প্রভাব সৃষ্টি হয়েছিল-

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُل

(আলে ইমরান: ১৪৫) যার ফলে তাঁর হাত থেকে তরবারি খসে পড়েছিল এমনকি তাঁর জন্য দাঁড়িয়ে থাকাও কঠিন হয়ে পড়ছিল। কখনো এমনও হয়েছে যে নবী (সা.)-এর আদেশ শুনে জীবনে এক মহা বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে। পথ চলতে চলতে সহাবীদের কানে রসুলুল্লাহ্ (সা.-)-এর আদেশ এসে পৌঁছায় যে বস পড়। এই আদেশ যদিও তাদের উদ্দেশ্যে দেওয়া হয় নি, কিন্তু তারা সেখানেই বসে পড়েছেন। সেই সময় মদ বহুল প্রচলিত পানীয় ছিল। একদিন যেই শোনা গেল যে আজ থেকে মদ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। নেশায় ডুবে থাকা সত্বেও একজন সাহাবী উঠে গিয়ে লাঠি দিয়ে মদের হাঁড়ি ভেঙ্গে ফেললেন। বস্তুতঃ পুণ্যের সকল ক্ষেত্রে আনুগত্যের এই মান প্রত্যেক মোমিনের অর্জন করা উচিত। এই উদ্দেশ্যেই তরবীয়ত মূলক বক্তৃতাসমূহে কুরআনের আয়াত, রসূল করীম (সা.)-এর হাদীস এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী বর্ণনা করা হয় যাতে এগুলির কল্যাণে মোমিনদের হৃদয়ে পবিত্র পরিবর্তন সাধিত হয় এবং পুণ্যের প্রেরণা সৃষ্টি হয়। আর কখনও এমন হয় যে, মানুষ ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত দেখে প্রভাবিত হয় এবং পুণ্যময় প্রভাবকে গ্রহণ করে।

মানুষ সহজাতভাবেই দৃষ্টান্তের মুখাপেক্ষী। অপরের সৎ নমুনা দেখে তার মনেও পুণ্য সম্পাদনের বাসনা জেগে ওঠে এবং সেও সেই রঙে রঙীন হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়। রসুলে করীম (সা.) বলেছেন, সেই ব্যক্তি প্রকৃতই পরম ভাগ্যবান যে অপরের পুণ্যের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করে। "কারো মনে যদি আমার কথা কোন প্রভাব ফেলে" -এই প্রজ্ঞাপূর্ণ নীতির আলোকে এই দোয়া ও প্রত্যাশা নিয়ে যে, আর্থিক কুরবানীর কয়েকটি দৃষ্টান্ত আপনাদের সম্মুখে তুলে ধরছি।

প্রথম যুগের দৃষ্টান্তাবলীঃ

আসুন শুরু করি সম্মানীয় সাহাবাগণের দৃষ্টান্ত দিয়ে যারা মহানবী (সা.)-এর জ্যোতিঃ প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন এবং তাঁর সান্নিধ্য লাভে ধন্য হয়েছেন। এবং তাঁরা এমনভাবে রসুল করীম (সা.)-এর নির্দেশাবলীকে নিজেদের জীবনের অংশ করে তুলেছিলেন যে, তারা সকলে হিদায়াতের আকাশে নক্ষত্রের মত চির উদ্ভাসিত রয়েছেন। এরাই সেই সৌভাগ্যবান সাহাবা যারা খোদার সন্তুষ্টি লাভ করেছেন এবং তাঁরাও খোদার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন, মহানবী (সা.) যাদের দৃষ্টান্তকে চিরকালের জন্য অনুসরণ যোগ্য বলে আখ্যায়িত করেছেন।

ইসলামের ইতিহাস 'ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ'-এর ইতিহাসে পরিপূর্ণ। সাহাবা কেরাম (সা.) এই ইসলামী শিক্ষাকে যেভাবে মনে-প্রাণে নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িত করেছেন, পৃথিবীর ইতিহাসে তা নজিরবিহীন। হযরত উমর (রা.) একবার এক যুদ্ধের সময় নিজের অর্ধেক সম্পদ উপস্থাপন করেন এবং মনে করেন আমি এক্ষেত্রে সকলের থেকে এগিয়ে রয়েছি। কিছুক্ষণ পরেই হযরত আবু বাকার (রা.) সেখানে উপস্থিত হয়ে নিজের সমস্ত সম্পদ মহানবী (সা.)-এর চরণে নিবেদন করেন।

ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ্ এবং পরস্পরের প্রতিযোগিতা করার এই অনুপ্রেরণা সাহাবাগণ মহানবী (সা.)-এর কাছে পেয়েছিলেন। তিনি(সা.)-ই তাঁদের অন্তরের মধ্যে পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি করেছিলেন এবং সেই হৃদয়সমূহের মধ্যে কুরবানীর বীজ বপন করেছিলেন। এই বীজ যখন ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়ে উঠত মহানবী (সা.)-এর চেহারা আনন্দে ঝলসে উঠত। একজন কৃষকের ন্যায় নিজের শস্য-শ্যামল ক্ষেত দেখে আনন্দে আত্মহারা উঠতেন। এর একটি উদাহরণ উপস্থাপন করছি।

হযরত জারীর (রা.) বর্ণনা করেন, আঁ হযরত (সা.)-এর সমীপে এক অভাবগ্রস্ত জাতির কিছু মানুষ উপস্থিত হয় যারা অন্নহীন ও বস্ত্রহীন ছিল। তাদের অবস্থা দেখে মহানবী (সা.)-এর চেহারার রঙ পাল্টে যায়। তিনি সাহাবাগণকে সমবেত করে তাদের উদ্দেশ্যে উপদেশ দেন এবং এই সকল মানুষকে সদকা-খায়রাত করার আহ্বান জানান। সাহাবাগণ দিনার, দিরহাম, বস্ত্র, যব, খেজুর সদকা হিসেবে দিলেন। এরফলে বস্ত্রাদি ও ফসলের একটি স্তুপ তৈরী হয়ে যায়। হযরত জারীর (রা.) বর্ণনা করেন, আমি দেখলাম এই দৃশ্য দেখে রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর চেহারা সোনার মত উজ্জ্বল হয়ে হয়ে উঠল।

(সহী মুসলিম, কিতাবুয যাকাত)

لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ

অর্থাৎ, তোমরা কখনও পুণ্য অর্জন করিতে পারিবে না যে পর্যন্ত না তোমরা যাহা ভালবাস উহা হইতে খরচ কর। (আলে ইমরান: ৯৩)

কুরআন মজীদের এই আয়াত নাযেল হওয়ার পর নিষ্ঠাবান সাহাবাগণের আচরণ দেখার মত ছিল। এমন মনে হত যেন তারা নিজেদের প্রত্যেক প্রিয় বস্তুকে খোদা তা'লার পথে কুরবান করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। মদিনার আনাসারদের মধ্যে সব থেকে বেশি বাগান ছিল হযরত তালহা (রা.)-এর কাছে। বাইর হা নামে একটি বাগান তাঁর সব থেকে প্রিয় ছিল। এটি মসজিদের নবুবীর সামনে ছিল। মহানবী (সা.) প্রায় সেখানে যেতেন। এই বাগানের ঠান্ডা এবং সুমিষ্ট পানি তাঁর ভীষণ প্রিয় ছিল। এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর হযরত তালহা (রা.) আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে অনতিবিলম্বে বাগানটি সদকা হিসেবে দান করে দেন।

হযরত ইবনে উমর (রা.) বলেন, এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর আমি চিন্তা করে দেখলাম যে, আমার সম্পদের মধ্যে প্রিয়তম সম্পদ কোনটি? রোম দেশীয় দাসীটির থেকে প্রিয় সম্পদ আমার আর কিছুই ছিল না। ফলে আমি ততক্ষণাৎ সেই দাসিকে মুক্তি দিলাম।

(হুলিয়াতুল আওলিয়া,১ম খণ্ড,পৃষ্ঠা: ২৫৯)

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.)-এর ঘটনাও বড়ই ঈমান উদ্দীপক যা তাঁর অকৃত্রিম আবেগের বাস্তব প্রতিফলন ঘটায়। তিনি একবার অসুস্থ হয়ে পড়েন। মাছ খাওয়ার খুব ইচ্ছা হয়। লোকেরা খুব কষ্টে একটি মাছ জোগাড় করে নিয়ে আসে। রান্না করে তাঁর সামনে রাখা হয়। মুখে একটি গ্রাসও যায় নি, এমন সময় দরজায় এক মিসকীন ডেকে ওঠে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে গোটা মাছটি সেই মিসকীনকে দিয়ে দেন। লোকেরা তাঁকে মাছটি খেয়ে নেওয়ার জন্য জোর করে এবং বলে, এই মিসকিনকে আমরা অর্থকড়ি দিয়ে দিচ্ছি যার মাধ্যমে সে নিজের প্রয়োজন মেটাতে পারবে। কিন্তু হযরত উমর বললেন, এখন আমার কাছে এই মাছটিই সব থেকে প্রিয় বস্তু এবং আমি এটিকে সদকা করব।

(হুলিয়াতুল আওলিয়া,১ম খণ্ড,পৃষ্ঠা: ২৯৭)

হযরত সালমান ফারসি (রা.) শহরের গভর্নর ছিলেন। তিনি বায়তুল মাল থেকে পাঁচ হাজার দিনার বেতন হিসেবে পেতেন। তিনি এই সমস্ত অর্থই খোদা তা'লার পথে কুরবান করে দিতেন এবং মাদুর বুনে নিজের ব্যয় নির্বাহ করতেন।

(আল-ইসতিয়াব, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৫৭২)

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যুবেইর (রা.) বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রা.) এবং হযরত আসমা (রা.)-এর থেকে বেশি দানশীলা কাউকে দেখিনি। দুজনের কুরবানী করার পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন ছিল। হযরত আয়েশা (রা.) অল্প অল্প করে অর্থ সঞ্চয় করতেন এবং কিছু অর্থ সঞ্চিত হলেই তা বিতরণ করে দিতেন। কিন্তু হযরত আসমা (রা.) কখনও কোন জিনিস নিজের কাছে রাখতেনই না।

(আল আদাবুল মুফরদ)

একবার রসুলে করীম (সা.) মহিলাদেরকে আল্লাহ্‌র পথে কুরবানী করার জন্য নসীহত করেন। তিনি (সা.) তখনও বাড়ি পৌছাননি, হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর স্ত্রী এসে নিবেদন করেন যে, আমার কাছে যা কিছু অলঙ্কারাদি রয়েছে তা সব নিয়ে এসেছি এবং খোদার পথে উৎসর্গ করছি।

(সহী বুখারী, কিতাবুয যাকাত)

এই কয়েকটি উদাহরণ নমুনা হিসেবে দেওয়া হল। বস্তুতঃ রসুলে করীম (সা.)-এর পবিত্র দৃষ্টি সেই সকল সাহাবাদের উপর এমন প্রভাব ফেলেছিল যে তারা আত্মবিলীনতার পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল। তারা আল্লাহ্‌র সত্তায় বিলীন হওয়া এবং তাঁর পথে কুরবানী করার এমন দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন যার তুলনা পাওয়া যায় না।

বর্তমান যুগের উদাহরণ:

এই শেষ যুগে অর্থাৎ রসুলে করীম (সা.) এর প্রাণদাস এবং একনিষ্ঠ সেবক হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর যুগে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এই সৌভাগ্য দান করেছেন যে, আমরা সেই যুগ পেয়েছি যার পথ চেয়ে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সাহাবাগণ প্রথম যুগের সাহাবাগণের এমনভাবে পদাঙ্ক এমন করেছেন যে, তাদের প্রিয় ইমাম তাদের জীবদ্দশাতেই এই সুসংবাদ শুনিয়েছেন,

"ধন্য সে যে এখন ঈমান এনেছে, তারা আমাকে পাওয়ার মাধ্যমে সাহাবাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছে।"

এই সকল সাহাবাগণ এবং তাবেঈনগণের উদাহরণ খুব পুরানো ঘটনা নয়। সেই সমস্ত সৌভাগ্যবানদেরকে দেখার সৌভাগ্য আমাদের অনেকের হয়েছে এবং অনেক তাবেঈন এমন রয়েছেন যারা আজকে আমাদের মধ্যে জীবিত রয়েছেন এবং নিজেদের দেখা সাহাবাগণের রঙে রঙীন হয়ে আছেন। আসুন দেখি, ইসলামের জন্য এই

জুমআর খুতবা

কিছু মানুষ বলে থাকে আমরা বিনয় অবলম্বন করি এবং মীমাংমার জন্য সকল শর্তও মেনে নিতে প্রস্তুত তা সত্ত্বেও দ্বিতীয় পক্ষ অন্যায়পূর্ণ আচরণে প্রবৃত্ত থাকে। দ্বিতীয় পক্ষ যদি সত্যিকার অর্থেই এমন হয়ে থাকে যেমনটি কিনা প্রথম পক্ষ অভিযোগ করে তাহলে এমন মানুষের উচিত তার বিষয় আল্লাহ্‌র হাতে ছেড়ে দেওয়া। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলছেন যে, "এমন মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হবে। তিনি আরো বলেন, "হতভাগা সে যে নাছোড় মনোবৃত্তি প্রদর্শন করে আর ক্ষমা করে না।" অতএব, যারা নাছোড় এবং হঠকারিতা দেখায় তাদের জন্য এটি অনেক বড় একটি সতর্কবাণী

বয়আতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যতক্ষণ অর্জন না করবে আল্লাহ্ তা'লা সন্তুষ্ট হতে পারেন না। আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার জন্য আল্লাহ্‌র বান্দাদের প্রাপ্য প্রদান এবং পরস্পর মীমাংসা করা আবশ্যক।

সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি এবং মীমাংমা করা এমন একটি বৈশিষ্ট্য যা অবলম্বনের জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের বার বার উপদেশ করেছেন। সব আহমদীর এদিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণীর আলোকে মানবজাতির প্রতি সহানুভুতি, শান্তিপ্রিয়তা, উন্নত নৈতিক গুণাবলী প্রদর্শন এবং খোদা তা'লার সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দেওয়া ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপদেশাবলী।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তৌফিক দিন যেন আমরা তাঁর শিক্ষা অনুসরণের মাধ্যমে মানব জাতির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করতে পারি, শান্তির ভিত রচনা করতে পারি এবং তৌহিদের সত্যিকার অর্থ এবং মর্ম বুঝতে পারি। আর সমাজে প্রেম, প্রীতি এবং ভালোবাসার প্রসার করতে পারি। জাগতিক কামনা বাসনাকে কখনও যেন আমরা নিজেদের ওপর প্রভুত্ব করতে না দিই। আমরা যেন খোদার সন্তুষ্টির সন্ধানে সব সময় নিয়োজিত থাকি। এটিই যেন আমাদের জন্য অগ্রগণ্য বিষয় হয়।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের হাদিকাতুল মাহদী থেকে প্রদত্ত ১৮ ই আগস্ট , ২০১৭, এর জুমুআর খুতবা (১৮ যাহুর , ১৩৯৬ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন–হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর পুস্তক 'কিশতিয়ে নূহ'-তে বলেন, খোদা তা'লা চান তোমাদের জীবনে যেন এক পূর্ণ বিপ্লব সাধিত হোক। তিনি তোমাদের কাছে এক মৃত্যু চান, যে মৃত্যুর পর তিনি তোমাদেরকে জীবিত করবেন। তোমরা নিজেদের মাঝে সত্বর মীমাংসা কর, ভাইয়ের দোষত্রুটি মার্জনা কর। কেননা, সে ব্যক্তি দুষ্কৃতকারী যে তার নিজের ভাইয়ের সাথে মীমাংসা করতে প্রস্তুত নয়। তাকে পৃথক করে দেওয়া হবে। কেননা, সে বিভেদ সৃষ্টি করে। তোমরা সকল অর্থে প্রবৃত্তির দাসত্ব পরিহার কর, পারস্পারিক মনমালিন্য দূর কর, সত্যবাদী হয়েও মিথ্যাবাদীর ন্যায় বিনয়াবনত হও যেন তোমাদের ক্ষমা করা যেতে পারে। তিনি বলেন, রিপুর স্থুলতা পরিহার কর, কেননা যে দ্বারের দিকে তোমাদেরকে আহ্বান করা হয়েছে সেই দরজা দিয়ে এক স্থুল রিপু বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রবেশ করতে পারে না। তোমাদের মাঝে বেশি সম্মানিত সে, যে নিজের ভাইয়ের অপরাধ বেশি ক্ষমা করে।" (কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯, পৃষ্ঠা: ১২-১৩)

এই উদ্ধৃতিটি বিভিন্ন বক্তৃতা এবং দরসে প্রায়ই জামা'তের সামনে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। আর সত্যবাদী হয়েও মিথ্যাবাদীর ন্যায় বিনয়াবনত হওয়া সংক্রান্ত বাক্যটি এমন যা বেশিরভাগ আহমদী বিভিন্ন সময় এটি উপস্থাপন করে থাকে এবং পারস্পারিক বিষয়াদি বিশদভাবে তুলে ধরতে গিয়ে আমাকেও লেখে যে, আমরা এমন ব্যবহারই করেছি। দ্বিতীয় পক্ষ তা সত্ত্বেও অন্যায় আচরণ করে চলেছে।

গত খুতবায় আমি বিচার বিভাগ এবং মামলা মোকদ্দমা সংক্রান্ত বিষয়ে কিছু কথা বলেছিলাম। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই শব্দগুলো তিনি তাঁর শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এটি নিজের অনুসারীদের কাছে তাঁর প্রত্যাশা এবং তাদের জন্য তাঁর হৃদয়ের বেদনার বহিঃপ্রকাশ। মানুষ যখন কিশতিয়ে নূহ পুস্তকে 'আমাদের শিক্ষা' সংক্রান্ত অংশ পুরোপুরি পাঠ করে সে কেঁপে উঠে। আমি যেভাবে বলেছি- এই কয়েকটি শব্দ বারবার আমাদের সামনে উপস্থাপন করা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের মাঝে কিছু মানুষ এমন রয়েছে যারা ক্ষমা করতে এবং মীমাংসার জন্য প্রসারিত হাত গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয় না। যেভাবে আমি এখনই বলেছি যে, কিছু মানুষ বলে থাকে আমরা বিনয় অবলম্বন করি এবং মীমাংমার জন্য সকল শর্তও মেনে নিতে প্রস্তুত তা সত্ত্বেও দ্বিতীয় পক্ষ অন্যায়পূর্ণ আচরণে প্রবৃত্ত থাকে। দ্বিতীয় পক্ষ যদি সত্যিকার অর্থেই এমন হয়ে থাকে যেমনটি কিনা প্রথম পক্ষ অভিযোগ করে তাহলে এমন মানুষের উচিত তার বিষয় আল্লাহ্‌র হাতে ছেড়ে দেওয়া। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলছেন যে, "এমন মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হবে। তিনি আরো বলেন, হতভাগা সে যে নাছোড় মনোবৃত্তি প্রদর্শন করে আর ক্ষমা করে না।"

(কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯, পৃষ্ঠা: ১৩)

অতএব, যারা নাছোড় এবং হঠকারিতা দেখায় তাদের জন্য এটি অনেক বড় একটি সতর্কবাণী, তাদের কাণ্ডজ্ঞান খাটানো উচিত। একদিকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করে আমরা এ অঙ্গীকার করে থাকি যে, আমরা অশান্তি সৃষ্টি করব না এবং অবাধ্য প্রবৃত্তির উত্তেজনা থেকে বিরত থাকব। কিন্তু একই সাথে আবার মীমাংসা থেকেও মুখ ফিরিয়ে নিতে চাই। তাহলে এটি বয়আতের অঙ্গীকার পালন থেকে বিরত থাকার নামান্তর। এটি বয়াতের অঙ্গীকার রক্ষা করা নয়।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একবার বলেন- "আমাদের জামা'তকে কেবল বুলি সর্বস্ব হলেই চলবে না।" কেবল মৌখিক দাবির মাধ্যমেই নিজেকে আহমদী প্রমাণের চেষ্টা করবেন না "বরং বয়আতের প্রকৃত উদ্দেশ্য যেন অর্জন করা হয়।" তিনি বলেন, "অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন আনা প্রয়োজন কেবল মাসলা-মাসায়েলের মাধ্যমে তোমরা আল্লাহ্ তা'লাকে সন্তুষ্ট করতে পার না।

তিনি বলেন, "যদি অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন না আসে তবে তোমাদের এবং অন্যদের মাঝে কোন পার্থক্য নেই।" (মালফুযাত, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৮৮)

অতএব, তিনি (আ.) অতি স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, বয়আতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যতক্ষণ অর্জন না করবে আল্লাহ্ তা'লা সন্তুষ্ট হতে পারেন না। আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করার জন্য আল্লাহ্র বান্দাদের প্রাপ্য প্রদান এবং পরস্পর মীমাংসা করা আবশ্যক।

তিনি (আ.) নিজের অবস্থা তুলে ধরতে গিয়ে এবং তাঁর মাঝে কত বেশি মনোবল ও ক্ষমার শক্তি রয়েছে সে বিষয়টি বলতে গিয়ে নিজের সম্পর্কে বলেন, "আমি কসম খেয়ে বলতে পারি যে, কোন ব্যক্তি আমাকে হাজার বারও দাজ্জাল বা মিথ্যাবাদী বলে আর আমার বিরোধিতায় সকল প্রকার চেষ্টা করার পরও সে যদি মীমাংসার হাত প্রসারিত করে তাহলে আমার হৃদয়ে কখনো এ ধারণা আসে না এবং আসতে পারেও না যে, সে আমাকে কী বলেছিল আর আমার সাথে কী আচরণ করেছিল।" পুনরায় আমাদেরকে নসীহত করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন- "আমার নসীহত বা উপদেশ হল– দুটি কথা স্মরণ রেখ। প্রথমত খোদা তা'লাকে ভয় কর আর তোমার ভাইদের প্রতি এমন সহানুভূতি প্রদর্শন কর যেভাবে নিজের প্রতি করে থাক।" নিজের জন্য যদি চাও বা বাসনা রাখ যে, তোমাদের প্রতি অন্যদের সহানুভূতি থাকা উচিত তাহলে ভাইদের সাথেও একই ব্যবহার কর। তিনি বলেন- "কোন ব্যক্তি যদি কোন ভুলত্রুটি বা অপরাধ করে বসে তাহলে তাকে ক্ষমা করা উচিত। সেই কথাটিই ধরে বসে থাকবে আর হিংসা-বিদ্বেষ হৃদয়ে লালন করতে থাকবে- এমনটি যেন না হয়। (মালফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৭৪)

অতএব, সব সময় আমাদের এ কথা সামনে রাখা উচিত যে, আজকের পৃথিবীতে যেখানে প্রতিদিনই সর্বত্র অরাজকতা ও অশান্তির ঘটনা ঘটছে, আমরা যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আতের কল্যাণে নিজেদেরকে এক দূর্গে সুরক্ষিত আছি বলে মনে করি আর এর জন্য আল্লাহ্র দরবারে কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করি যে, খোদা তা'লা আমাদেরকে এ পৃথিবীতে বিরজমান নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি থেকে নিরাপদ রেখেছেন- সত্যিকার অর্থে তখনই আমরা নিরাপদ হতে পারি যখন প্রতিটি মুহূর্ত আমাদের মধ্যে এই চেতনা থাকবে যে, আমরা বৈধ অধিকারের ক্ষেত্রেও অন্যদের সাথে বোঝাপড়ার সময় বিনম্রতাপূর্ণ আচরণ করব এবং শান্তির ভিত রচনা করব। অন্যথায় আমাদের কথা কেবল কথাই রয়ে যাবে এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করে আমাদের কোন লাভ হয়েছে- আমাদের এমন দাবি নিছক দাবি পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থেকে যাবে। এটি দাবি হবে কিন্তু বাস্তব নয়। এ দাবি তখনই কল্যাণকর হবে যখন উৎকৃষ্ট চারিত্রিক গুণাবলীর প্রতিটি গুণ আমাদের মধ্যে ফুটে উঠবে। সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি এবং মীমাংমা করা এমন একটি বৈশিষ্ট্য যা অবলম্বনের জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের বার বার উপদেশ করেছেন। সব আহমদীর এদিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত। তাঁর আরও কিছু উদ্ধৃতি রয়েছে। বিভিন্ন পুস্তক ও মালফূযাতে একাধিক স্থানে এবিষয়ের উল্লেখ রয়েছে।

হাদীসে আছে, মহানবী (সা.) বলেছেন– শক্তিশালী বীর সে নয় যে অন্যকে ধরাশায়ী করে বরং সেই প্রকৃত বীর হল যে ক্রোধের মুহূর্তে নিজেকে সংবরণ করে। (সহী বুখারী, কিতাবুল আদাব)

অতএব, এভাবে উন্নত নৈতিক চরিত্র প্রদর্শন করাই হল এক মু'মিনের বৈশিষ্ট্য। ক্রোধের সময় আত্মনিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত। কোন কাফের কখনো এটি মেনে চলতে পারে না বরং তার জন্য এটি খুবই বিস্ময়কর বিষয়। হযরত আলী (রা.)-এর ঘটনায় বর্ণনা করা হয় যে, তিনি যখন শত্রুকে ধরাশায়ী করে তার বুকে বসে যান, তাকে হত্যা করতে উদ্যত হন, সেই সময় সে হযরত আলী (রা.)-এর র মুখে থুথু নিক্ষেপ করে। তিনি (রা.) ততক্ষণাৎ তাকে ছেড়ে দেন। সে তখন প্রশ্ন করে, এমন অবস্থায় আমাকে ছেড়ে দেওয়ার কারণ কী? তিনি বলেন, পূর্বে ইসলামের শত্রু হওয়ার কারণে আমি তোমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিলাম। কিন্তু যখন তুমি আমার মুখে থুথু নিক্ষেপ করলে তখন আমার সত্তাও এর সঙ্গে যুক্ত হল। তাই আমি আমার প্রবৃত্তির বশীভুত হয়ে কাউকে হত্যা করতে চাই না। অতএব, এই উন্নত মান আমরা ইতিহাসে দেখতে পাই, যা পূর্বসূরিরা আমাদের জন্য রেখে গেছেন।

(আল ফখরী ওসুল রিয়াসত ও তারিখে মুলুক)

তাই, মু'মিনের বৈশিষ্ট্য হল ক্রোধ সংবরণ করা এবং মীমাংসার হাত প্রসারিত করা। কিন্তু কাফের কখনোই এমনটি ভাবতে পারে না। এটি সেই মু'মিন সুলভ মহিমা যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের মাঝে সৃষ্টি করতে চেয়েছেন যেন আমাদের প্রতিটি কর্মের মাধ্যমে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার প্রতিফলন ঘটে। যেন সেই প্রকৃত শিক্ষার বহিঃপ্রকাশ ঘটে যা ক্ষমা এবং শান্তি বিস্তারকারী শিক্ষা।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তার এক বৈঠকে বলেন, যা হাদীসটির ব্যাখ্যাও বটে। তিনি বলেন- "আমাদের জামা'তে খুবই শক্তিশালী ও বীরের মত শক্তিধর মানুষের প্রয়োজন নেই (অর্থাৎ, আমাদের এমন মানুষের প্রয়োজন নেই যারা শক্তিশালী বীর হবে) বরং এমন শক্তির অধিকারী মানুষের প্রয়োজন যারা চারিত্রিক পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা করবে আর নিজেদের স্বভাব-চরিত্রের পরিবর্তন করে উন্নত মানে উপনীত হবে। এটি একটি বাস্তব বিষয় যে, সে শক্তিশালী বীর নয় যে পাহাড়কে স্থানচ্যুত করতে পারে। না, কখনও এমনটি নয়- সত্যিকার পালোয়ান সেই যে চরিত্র পরিবর্তনে সক্ষম।" যে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ বা সংবরণ করে এবং উন্নত চারিত্রিক গুণাবলী অবলম্বনের সামর্থ্য রাখে। স্মরণ রেখো! নিজেদের সকল শক্তি ও সামর্থ্য দিয়ে চারিত্রিক পরিবর্তনের চেষ্টা কর, কেননা, এটিই সত্যিকার অর্থে শক্তিমত্তা ও সাহসিকতা।"(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৪০) অতএব, এটিই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

পুনরায় এক বৈঠকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন- " আমি মনে করি– প্রত্যেক এমন ব্যক্তি যে নিজের নোংরা চরিত্র ও বদভ্যাস পরিহার করে উন্নত গুণাবলী অবলম্বন করে।" বদভ্যাস ত্যাগ করে, নোংরা আচার-ব্যবহার পরিহার করে উন্নত চারিত্রিক গুণাবলী ও অভ্যাস রপ্ত করার চেষ্টা করে, তিনি বলেন " সেই ব্যক্তির জন্য এটিই নিদর্শন বা মো'জেযা।" এই পরিবর্তন এবং এভাবে উন্নত চারিত্রিক গুণাবলী অবলম্বন করা তার জন্য কেরামত বা মো'জেযা। অনেকে প্রশ্ন করে যে, বয়আত করার পর সে কি নিদর্শন দেখিয়েছে? বয়আত করার পর এটিই নিদর্শন যে, সে উন্নত চারিত্রিক গুণাবলী অবলম্বন করেছে এবং বদভ্যাস পরিত্যাগ করেছে। তিনি (আ.) বলেন, " যেমন– যদি খুবই রুক্ষ স্বভাব বিশিষ্ট বা রাগী ব্যক্তি তার এ বদভ্যাস পরিত্যাগ করে আর কোমলতা, নমনীয়তা এবং মার্জনার রীতি অবলম্বন করে বা কার্পণ্য ত্যাগ করে উদারতা আর বিদ্বেষের পরিবর্তে সহমর্মিতা অবলম্বন করে তাহলে নিঃসন্দেহে এটি মো'জেজা বা নিদর্শন।" যদি অসৎগুণাবলী ত্যাগ করে উন্নত চারিত্রিক গুণাবলী অবলম্বন করে, ক্রোধ পরিহার করে ক্ষমা ও সহনশীলতার অভ্যাস গড়ে তোলে, কার্পণ্য পরিত্যাগ করে বদান্যতা প্রদর্শন করে আর বিদ্বেষের পরিবর্তে অন্যের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে তাহলে তাদের সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেছেন, এটি হল একটি মো'জেযা এবং একটি বিপ্লব যা তোমাদের মাঝে সৃষ্টি হয়েছে। অনুরূপভাবে, আত্মশ্লাঘা এবং অহমিকা পরিহার করে যদি কেউ বিনয় অবলম্বন করে তাহলে সেই বিনয়ই হল একটি কেরামত বা মো'জেযা। অতএব, তোমাদের মাঝে কে এমন আছে যে এমন নিদর্শন পুরুষ হয়ে উঠতে চায় না? আমি জানি, সবাই এটি পছন্দ করবে। অতএব এটি একটি স্থায়ী ও জীবন্ত নিদর্শন বা মো'জেযা।" চিরস্থায়ী কোন নিদর্শন যদি থেকে থাকে তবে এটিই সেই নিদর্শন বা মো'জেযা। আর এটিই সেই বিপ্লব যা তোমাদের জীবনে আনয়ন করা উচিত। অর্থাৎ, পাপ এবং অসৎগুণাবলী পরিহার করে উন্নত চরিত্রের অধিকারী হও। তিনি (আ.) বলেন- "মানুষের উচিত নিজেদের চারিত্রিক অবস্থার সংশোধন করা কেননা এটি এমন একটি নিদর্শন যার প্রভাব চিরস্থায়ী হয়ে থাকে বরং এর কল্যাণ সুদূর প্রসারী হয়ে থাকে। একজন মু'মিনের উচিত স্রষ্টা এবং সৃষ্টির দৃষ্টিতে নিদর্শন প্রদর্শনকরী হওয়া।" আল্লাহর দৃষ্টিতেও নিদর্শন প্রদর্শন কর আর সৃষ্টির দৃষ্টিতেও নিদর্শন প্রদর্শনকারী হও। আল্লাহর অধিকারও প্রদান কর আর সৃষ্টির অধিকারও। অনেক তিনি বলেন- " স্বাধীনতা ও বিলাসিতা প্রিয় এমন অনেক মানুষ দেখা গেছে যারা কোন অলৌকিক নিদর্শনে বিশ্বাসী নয়, কিন্তু চারিত্রিক পরিবর্তন দেখে তারা মাথা নত করেছে।" তারা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। কুখ্যাত অপরাধী, দুষ্কৃতি ও বিলাসী রয়েছে অলৌকিক নিদর্শন দেখে যাদের মধ্যে কোন পরিবর্তন আসে নি, কিন্তু চারিত্রিক পরিবর্তন দেখে তারা মাথা নত করেছে এবং (সত্য) গ্রহণ করেছে। " এবং স্বীকার করা ছাড়া তাদের কোন উপায় ছিল না। অনেক মানুষের জীবনীতে এমন ঘটনা দেখবে যে, তারা চারিত্রিক নিদর্শন দেখেই সত্য ধর্ম গ্রহণ করেছে।" (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৪১-১৪২)

তিনি যখন এই কথাগুলো বলছিলেন, তখন তাঁর পবিত্র সত্তার মাধ্যমে এটি বাস্তবায়িতও হয়েছে। পূর্বেও এই ঘটনা আমি শুনিয়েছি। ঘটনাটি হল, সেই সময় দুইজন শিখ সেখানে আসে এবং সেই বৈঠকে বসে অপলাপ ও গালাগালি করা আরম্ভ করে। এবং বাজে কথা বলা শুরু করে। কিন্তু তিনি (আ.) কিছু না বলে নীরবে শুনতে থাকেন। তখন সবার মনমস্তিষ্কে এই অনুভুতিই বিরাজমান ছিল যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) উন্নত চরিত্রের কত উন্নত বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। অথচ জায়গা ও বৈঠক উভয়ই ছিল তাঁর আর উপস্থিত শ্রোতারাও ছিল আহমদী, কিন্তু তাদের কিছু বলার অনুমতি তিনি

কাউকে দেন নি। তাদের মুখে যা এসেছে তাই তারা বলে চলে গেছে বা পরে পুলিশ তাদের গ্রেফতার করেছে।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৪২ থেকে সংকলিত)

অতএব, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের এই উন্নত দৃষ্টান্ত তিনি তাঁর অনুসারীদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। মানুষ যদি প্রবৃত্তির দাসত্ব করা থেকে বিরত না হয় তবে তওহীদ বা একত্ববাদের উপর তার ঈমান নেই। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন-

" আসল কথা হল খোদার কৃপা ছাড়া এই পোকা (প্রবৃত্তির উত্তেজনা) বের হতে পারে না।" অতএব, আল্লাহ্ তা'লার কৃপা লাভের চেষ্টা করা উচিত। "(অবাধ্য প্রবৃত্তির) এই পোকা খুবই সূক্ষ্ম আর সবচেয়ে বেশি ক্ষতি এর মাধ্যমেই হয়ে থাকে। যে সব মানুষ প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার প্রভাবে হয়ে খোদার অধিকার ও তাঁর নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করে আর অনুরূপভাবে বান্দাদের অধিকারও তারা পদদলিত করে, এমন নয় যে তারা শিক্ষিত নয় বরং তাদের মধ্যে হাজার হাজার মৌলভী ফাযেল ও আলেমও দেখবে। দেখবে, অনেকে আবার ফিকাহ্বিদ ও ফকীহ্ ও সূফী নামে আখ্যায়িত । কিন্তু এতদ্সত্বেও তাদেরকে এসব রোগে আক্রান্ত দেখতে পাবে।" শুধু অশিক্ষিত ও অজ্ঞরাই খোদা ও বান্দার অধিকার পদদলিত করে বা সুযোগ পেলে মানুষের অধিকার হরণের চেষ্টা করে না বরং অনেক শিক্ষিত মানুষ এমন আছে বরং আলেম-উলামারা এবং যারা ধর্মের জ্ঞান রাখে এবং জগতে বড় ফিকাহ্বিদ, সূফী ও বুযূর্গরূপে আখ্যায়িত হয় তারাও এ ব্যাধিতে আক্রান্ত। সুযোগ পেলে তারা সবকিছু ভুলে যায়। খোদার কথাও তখন আর মনে থাকে না এবং বান্দাদের অধিকার প্রদান ও উন্নত নৈতিক চরিত্রের কথাও তারা ভুলে যায়। তিনি (আ.) বলেন, এসব প্রতিমা বর্জন করে চলাই তো বীরত্ব আর এগুলোকে চিনতে পারাই তো পরম বুদ্ধিমত্তা। এসব প্রতিমা বা মুর্তির কারণেই কপটতার সৃষ্টি হয় আর মানুষের মধ্যে হানাহানির শত সহস্র ঘটনা ঘটে। এক ভাই অন্য ভাইয়ের অধিকার হরণ করে। অনুরূপভাবে, তাদের কারণে সহস্র সহস্র পাপের জন্ম হয়। প্রতিদিন এবং প্রতিক্ষণে এমনটি ঘটছে আর উপায়-উপকরণের উপর এত বেশি নির্ভর করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'লাকে একটি পরিত্যক্ত অঙ্গ বলে মনে করে রেখেছে। খুব কম মানুষই এমন আছে যারা তৌহিদের প্রকৃত অর্থ বুঝতে পেরেছে। তাদেরকে যদি বলা হয় তবে তারা তড়িঘড়ি বলে বসে আমরা কি মুসলমান নই, আমরা কি কলেমা পাঠ করি না? কিন্তু আক্ষেপের বিষয় হল, তারা মুখে কলেমা পাঠ করাকেই যথেষ্ট মনে করে।" তওহীদের মূল যে উদ্দেশ্য ও অর্থ তা তারা বুঝে ওঠেনি। তারা ধরে নিয়েছে যে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' পাঠ করাই যথেষ্ট।

তিনি বলেন, "আমি নিশ্চিত করে বলছি, মানুষ যদি কলেমা তৈয়্যেবার প্রকৃত মর্ম ও তত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত হয় এবং বাস্তবিক অর্থে এর উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে প্রভূত উন্নতি লাভ করতে পারে। আর খোদার মহা-বিস্ময়কর শক্তির অভিজ্ঞতা লাভ করা তাদের জন্য সম্ভব। একথা ভালোভাবে বুঝার চেষ্টা কর যে, আমি এই স্থানে একজন সাধারণ বক্তা হিসেবে দণ্ডায়মান হই নি, কোন গল্প শোনানোর জন্য দাঁড়াই নি বরং আমি সাক্ষ্য প্রদানের জন্য দণ্ডায়মান হয়েছি। আল্লাহ্ তা'লা আমাকে যে বার্তা দিয়েছেন তা আমি পৌঁছে দিব। আমি এ বিষয়ের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করি না যে, কেউ শুনল কি শুনল না আর গ্রহণ করল কি করল না। এর জবাবদিহি করতে হবে তোমাদেরকে। আমি আমার দায়িত্ব পালন করব। আমি জানি, অনেকেই আমার জামা'তভুক্ত আর তারা তৌহিদের স্বীকারোক্তি দিয়ে থাকে কিন্তু আমি পরিতাপের সাথে বলছি যে, তারা মানে না। যারা নিজের ভাইয়ের অধিকার খর্ব করে বা বিশ্বাসঘাতকতা করে বা অন্যান্য পাপ থেকে বিরত হয় না, আমি বিশ্বাস করি না যে, তারা তৌহিদে বিশ্বাসী বা তৌহিদের মান্যকারী। খোদাকে এক অদ্বিতীয় মানার জন্য আবশ্যকীয় বিষয় হল তাঁর সৃষ্টির অধিকার খর্ব না করা। যে নিজের ভাইয়ের অধিকার আত্মসাৎ করে এবং তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে সে 'লাইলাহা ইল্লাল্লা'-য় বিশ্বাসী নয়।" যে লাইলাহা ইল্লাল্লায় বিশ্বাসী সে বান্দাদের অধিকার খর্ব করতে পারে না। " কেননা এটি এমন একটি নেয়ামত, যেটি লাভ করার পর মানুষের মধ্যে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে।" 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র অর্থ যদি বোঝ তাহলে তোমাদের মাঝে অসাধারণ এক পরিবর্তন আসে। "এতে কারো প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ এবং লোক দেখানোর ব্যাধি থাকতে পারে না আর এর ফলে খোদার নৈকট্য লাভ হয়। এই পরিবর্তন তখন আসে এবং সে প্রকৃত একত্ববাদী হয় যখন অভ্যন্তরীণ অহংকার, আত্মশ্লাঘা, লৌকিকতা, বিদ্বেষ, শত্রুতা,, কার্পণ্য, কপটতা, অঙ্গীকার ভঙ্গ করার মত প্রতিমা এবং মূর্তি দূর হবে।" প্রকৃত একত্ববাদী যদি হতে হয় তাহলে অহংকার ছাড়তে হবে, আত্মশ্লাঘা, আত্মগরিমা পরিহার করতে হবে, কৃত্রিমতা, লৌকিকতা বর্জন করতে হবে, হিংসা-বিদ্বেষ, শত্রুতা ছাড়তে হবে, যে মিমাংসা করতে চায়, ক্ষমা চায়, তাকে ক্ষমা করতে হবে, হৃদয়ে হিংসা এবং বিদ্বেষ লালন করা উচিত নয়, শত্রুতা রাখা উচিত নয়, হিংসা এবং কার্পণ্যও পরিহার করতে হবে, কপটতা এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ করার বদ অভ্যাস পরিত্যাগ করতে হবে। এসব কিছু যদি ত্যাগ করতে পার তাহলে সত্যিকার একত্ববাদি হতে পার। একমাত্র তখনই 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ'র অর্থ বুঝবে। যতদিন এই মূর্তি হৃদয়ে লালিত হবে ততদিন 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার ক্ষেত্রে কিভাবে সত্যবাদী হতে পার? কেননা, এতে তো তাওয়াক্কুল বা আল্লাহ্র ওপর নির্ভরতার বিষয়ে অস্বীকৃতি রয়েছে। কেননা, এটি সত্য কথা যে- 'আল্লাহ্কে এক এবং অদ্বিতীয় রূপে বিশ্বাস করি'- কেবল এমন মৌখিক দাবি কোন কাজে আসবে না। একদিকে কলেমা পড়ে অপর দিকে কোন কথা যদি নিজের ইচ্ছা ও রুচী বহির্ভূত হয় তাহলে ক্রোধকে খোদা বানিয়ে বসে।

(মালফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১০৫-১০৭)

সার কথা হলো মানুষের ভেতর থেকে প্রবৃত্তির দাসত্ব করার পোকা খোদার কৃপা ছাড়া বের হতে পারে না। আর খোদার কৃপা ছাড়া প্রকৃত একত্ববাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় না। নিছক মৌখিক ভাবে 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' বললেই মানুষ একত্ববাদি হয়ে যায় না। একত্ববাদি হওয়ার জন্য খোদাকে সর্ব শক্তির আধার বিশ্বাস করা এবং তাঁকে প্রকৃত উপাস্য জ্ঞান করা আবশ্যক। যদি আল্লাহ্ তা'লাকে সর্ব শক্তির অধিকারী এবং প্রকৃত উপাস্য জ্ঞান করা হয়, তাহলে জাগতিক ছল-চাতুরীর মাধ্যমে মানুষ অন্যের অধিকার আত্মসাৎ করতে পারে না। অতএব, যারা ভাইদের প্রাপ্য দেয় না, যারা মীমাংসার হাত প্রসারিত করে না, যারা শত্রুতার অবসান ঘটায় না, তারা একত্ববাদেও বিশ্বাসী নয়। এটিই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এ কথার সারাংশ। এটি এমন একটি গূঢ় তত্ত্ব যদি সেটিকে হৃদয়ে স্থান দেওয়া হয় তাহলে আমরা সবাই সব সময় শান্তির গোড়া পত্তনকারী হব এবং পরস্পরের অধিকার প্রদানকারী হব। অতএব, আমাদের সকলকে এ বিষয়টি উপলব্ধি করে আত্মজিজ্ঞাসার প্রয়োজন রয়েছে। নতুবা সত্যিই আমাদের জন্য উদ্বেগের বিষয়। মৌখিকভাবে একত্ববাদের ঘোষণা দেওয়া হয় কিন্তু কার্যত এর বিরোধিতা হয়ে থাকে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর পুস্তক 'ইসলামী নীতি দর্শনে' অনিষ্ট ত্যগের এর প্রকার ভেদের কথা উল্লেখ করেছেন। একথা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি একটি প্রকার ভেদের কথা উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ কিভাবে অনিষ্ট ত্যাগ করা যেতে পারে। এর অনেকগুলি উপায়ের মধ্যে একটি হল অন্যায়ভাবে কাউকে দৈহিক কষ্ট না দেওয়া, নিরীহ হয়ে শান্তি ও সম্প্রীতিপূর্ণ জীবন যাপন করা। অনিষ্টতা বর্জন করার এই একটি প্রকার। অর্থাৎ, অন্যের প্রতি যুলুম করে কাউকে দৈহিক কষ্ট না দেওয়া, নিরুপদ্রব মানুষ হওয়া এবং শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করা। পারস্পরিক প্রেম-প্রীতি বৃদ্ধি করা, এটি আবশ্যক। এ সম্পর্কে তিনি (আ.) আরো বলেন: অতএব, নিঃসন্দেহে শান্তিপ্রিয়তা একটি উচ্চ পর্যায়ের নৈতিক গুণ এবং এটি মানবতার জন্য একান্ত আবশ্যক। এই নৈতিক গুণের উপযোগী মানব শিশুর মধ্যে যে প্রকৃতিগত শক্তি থাকে, যা সুনিয়ন্ত্রিত হয়ে নৈতিক গুণে পরিণত হয়, সেটিকে 'উলফত' অর্থাৎ সুশীলতা বলা হয়। তিনি বলেন, এটি স্পষ্ট কথা যে, শুধু স্বভাবজ অবস্থায়, যখন মানুষের বুদ্ধি এবং বিচার ক্ষমতার উন্মেষ হয় না, তখন সে শান্তি কি, বা সংঘাত কি, কিছুই বুঝে উঠতে পারে না। এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য শিশুদের মধ্যে সৃষ্টি হয়। মীমাংসা করা বা মীমাংসার পথে পা বাড়ানো মানুষের সহজাত বৈশিষ্ট্য। শিশুরা ততক্ষণাৎ ভুলে যায় এবং মীমাংসার দিকে এগিয়ে আসে। মানুষ প্রকৃতিগত এই অবস্থাকে বুঝতে পারে যদি বিবেক বুদ্ধি থাকে। বিবেক বুদ্ধি না থাকলে শান্তি বা সংঘাতের বিষয়টি মানুষের জন্য বুঝে ওঠা সম্ভব নয়। এই অবস্থায় তার মধ্যে মেলামেশার যে অভ্যাস দেখা যায় তাই শান্তিপ্রিয়তার অভ্যাসের এক শিকড়। কিন্তু বুদ্ধি বিবেচনা ও বিশেষ মননশীলতা দ্বারা পরিচালিত হয় না বলে তা খুলক বা নৈতিক গুণের অন্তর্ভুক্ত হবে না। তা নৈতিক গুণের অন্তর্ভুক্ত তখনই হবে যখন মানুষ আকাঙ্খা দ্বারা নিজেকে নিরুপদ্রব রূপে গড়ে তুলে শান্তিপ্রিয়তার নৈতিক গুণকে সঠিক পরিবেশে ব্যবহার করবে।" যদি মানুষের ভিতর বিবেক বুদ্ধি না থাকে বা সেই সময় শক্তি না থাকে বা যদি শিশু হয়ে থাকে তাহলে সেটিকে উন্নত নৈতিক চরিত্র বলা যাবে না। উন্নত নৈতিক চরিত্র হিসেবে তখনই গণ্য হবে যখন পুরো পরিস্থিতি যাচাই করে এবং নিজ প্রচেষ্টায় মানুষ শান্তির ভিত রচনা করে এবং সেই বৈশিষ্ট্যকে যথাস্থানে ব্যবহার করে। কিম্বা কোন সময় যদি কোন দেশ এবং জাতির মাঝে যুদ্ধ বিগ্রহের পরিস্থিতি দেখা দেয় তখন তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু ন্যায়-নীতিকে জলাঞ্জলী দিয়ে নয়, বরং স্থান-কাল বিবেচনায় এই সিদ্ধান্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। শান্তির ভিত্তি যথাস্থানে এবং যথা সময়ে রচিত হলে তবেই সেটি উৎকৃষ্ট নৈতিক গুণে পরিণত হয়। তিনি বলেন- " যখন মানুষ আকাঙ্খা দ্বারা নিজেকে নিরুপদ্রব রূপে গড়ে তুলে শান্তিপ্রিয়তার নৈতিক গুণকে সঠিক পরিবেশে ব্যবহার করবে এবং অযৌক্তিক ব্যবহার থেকে

নিবৃত্ত থাকবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু এই শিক্ষা দেনঃ وَاَصۡلِحُوۡا ذَاتَ بَيۡنِكُمۡ অর্থাৎ সদ্ভাবের সঙ্গে বসবাস করবে। (আল-আনফাল: ২) وَالصُّلۡحُ خَيۡرٌ সদ্ভাবেই মঙ্গল। (আন-নিসা: ১২৯) وَاِنۡ جَنَحُوۡا لِلسَّلۡمِ فَاجۡنَحۡ لَهَا অন্যেরা শান্তি স্থাপন করতে চাইলে, তোমরাও শান্তির জন্য অগ্রসর হবে। (আল-আনফাল: ৬২) وَعِبَادُ الرَّحۡمٰنِ الَّذِيۡنَ يَمۡشُوۡنَ عَلَى الۡاَرۡضِ هَوۡنًا খোদার পুণ্যবান বান্দাগণ শান্তির সঙ্গে পৃথিবীতে চলেন। (আল-ফুরকান: ৬৪) وَاِذَا مَرُّوۡا بِاللَّغۡوِ مَرُّوۡا كِرَامًا যদি তারা কারো মুখে কোন বৃথা কথা শোনে, যা সংঘাতের সূচনা করে এবং বিবাদের ভূমিকা হয়, তবে তারা গাম্ভীর্যের সঙ্গে তাহাকে পাশ কাটিয়ে চলে যায়। (আল-ফুরকান: ৭৩) اِدۡفَعۡ بِالَّتِىۡ هِىَ اَحۡسَنُ فَاِذَا الَّذِىۡ بَيۡنَكَ وَبَيۡنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِىٌّ حَمِيۡمٌ অর্থাৎ, তুমি উহা দ্বারা (মন্দকে) প্রতিহত কর যাহা সর্বোত্তম, ফলে সহসা ঐ ব্যক্তি, যাহার মধ্যে এবং তোমার মধ্যে শত্রুতা রহিয়াছে, তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধুর ন্যায় হইয়া যাইবে। (হা-মিম সিজদা: ৩৫) অর্থাৎ, "এমন বিষয়ের মাধ্যমে শত্রু বা বিরোধীকে উত্তর দাও যা সর্বোত্তম। সুন্দরভাবে যদি তাকে উত্তর দাও বা অমঙ্গলকে প্রতিহত কর তবে এরফলে তোমার এবং যার মাঝে শত্রুতা রয়েছে সে তোমার বন্ধুতে পরিণত হবে।" তিনি বলছেন যে, পরস্পর সদ্ভাবের সাথে জীবন যাপন কর, সদ্ভাবেই মঙ্গল নিহিত। অন্যেরা যদি শান্তি স্থাপন করতে চায় তোমরাও শান্তির হাত প্রসারিত কর, খোদার পুণ্যবান বান্দাগণ শান্তির সাথে পৃথিবীতে জীবন যাপন কর। যদি তারা কারো মুখে কোন বৃথা কথা শুনে যা সংঘাতের কারণ হতে পারে, বিবাদের পূর্ব লক্ষণ হয়, তাহলে তারা গাম্ভীর্যের সাথে পাশ কেটে চলে যায়। যদি তারা বাজে কথা শুনে যার ফলে ঝগড়া বিবাদের আশঙ্কা থাকে, সংঘাতের আশঙ্কা থাকে, তাহলে তারা সসম্মানে তা এড়িয়ে চলে যায়, পাশ কাটিয়ে যায়। তারা তুচ্ছাদিতুচ্ছ বিষয়ে ঝগড়া বিবাদ আরম্ভ করে না। অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত অত্যাচার সীমা না ছাড়িয়ে যায় ততক্ষণ তারা হাঙ্গামায় প্রবৃত্ত হওয়াকে পছন্দ করে না। শান্তিপূর্ণ পরিবেশের পরিচয় লাভের এটিই নীতি। 'লাগব' শব্দ যা এই আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে। জানা আবশ্যক যে, আরবীতে 'লাগব বলতে সেইরূপ ক্রিয়াকলাপকে বোঝায়, যেমন কোন ব্যক্তি কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে দুষ্টামি করে উস্কানিমূলক কথা বলে, যার দ্বারা কোন প্রকৃত ক্ষতি হয় না। অর্থাৎ সে অপলাপ করে, বৃথা বাজে কথাবার্তা বলে, বা তার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে ক্ষতি করা। এমন ক্ষতি যার ফলে তেমন কিছু যায় আসে না। অতএব প্রকৃত শান্তিপ্রিয়তার লক্ষণ এই যে, এই প্রকার বৃথা কষ্টদানে ভ্রুক্ষেপ না করে গাম্ভীর্য অবলম্বন করা।" ছোটখাট ক্ষতি করার যদি কেউ চেষ্টা করে, তবে তা উপেক্ষা কর। তাকে ভুলে যাও। তিনি (আ.) আরো বলেন, "দুষ্টামি করে কেউ যদি বাজে কথা বললে তোমরা তাকে সৎভাবে -শান্তিপূর্ণ জবাব দিবে। তখন এই আচরণে শত্রুও বন্ধুতে পরিণত হবে। "

(ইসলামি নীতি দর্শন, রূহানী খাযায়েন, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৪৮-৩৪৯)

অন্যত্র তিনি (আ.) বলেন: "এই জামা'ত গঠনের উদ্দেশ্য হল মুখ, কান, চোখ সকল অঙ্গে যেন তাকওয়ার প্রসার ঘটে, তাকওয়ার আলো যেন তার ভিতর বাইরে বিরাজ করে। যেন উন্নত নৈতিক চরিত্রের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হয়। তাদের মধ্যে বৃথা রাগ ও ক্রোধ যেন বিন্দুমাত্র না থাকে। তিনি বলেন, আমি দেখেছি, জামা'তের বেশির ভাগ সদস্যের মাঝে ক্ষিপ্ত হওয়ার ব্যাধি এখনও রয়েছে। ছোট ছোট বিষয়ে হিংসা-বিদ্বেষ তৈরী হয়। পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ আরম্ভ হয়ে যায়। এমন লোকদের জামা'তের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। আমি জানি না যে, কারো গালি শুনে দ্বিতীয় ব্যক্তি যদি চুপ থাকে আর এর কোন উত্তর না দেয় তাহলে ক্ষতি কিসের? প্রত্যেক জামা'তের সংশোধন প্রথমে নৈতিক চরিত্রের মাধ্যমে আরম্ভ হয়। প্রথম দিকে ধৈর্যের মাধ্যমে তরবিয়তের ক্ষেত্রে উন্নতি করা উচিত। আর সবচেয়ে উত্তম পন্থা হল যদি কেউ অপালাপ করে, বাজে কথা বলে তার জন্য বেদনাতুর হৃদয়ে দোয়া করা, যেন খোদা তার সংশোধন করেন এবং হৃদয়ে কোন ভাবে বিদ্বেষ লালিত না হয়। যেভাবে জগতের কিছু নিয়ম আছে, একইভাবে আল্লাহ্ তা'লারও কিছু নিয়ম রয়েছে। এই বস্তু জগত যেখানে নিজের রীতি পরিহার করে না, খোদা তা'লা কিভাবে নিজের রীতি পরিহার করবেন? অতএব, যতক্ষণ পরিবর্তন না আসবে ততক্ষণ তাঁর দৃষ্টিতে তোমাদের কোন মূল্য নেই। সহনশীলতা, ধৈর্য এবং ক্ষমার ন্যায় উত্তম গুণাবলীর স্থানে পাশবিকতা বিরাজ করুক, খোদা তা'লা আদৌ তা পছন্দ করেন না। যে । যদি এসব গুণাবলীর ক্ষেত্রে তোমরা উন্নতি কর তাহলে অচিরেই খোদাকে পেয়ে যাবে।"

(মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১২৭-১২৮)

অতএব, তাঁর জামা'তভুক্ত হওয়ার পিছনে আমাদের উদ্দেশ্য হল খোদা তা'লাকে সন্তুষ্ট করা। আর সত্যিকার তৌহিদ বা একত্ববাদের রাজত্ব আমাদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করা। তিনি যেভাবে বলেছেন যে, এর জন্য এ সমস্ত নৈতিক চরিত্রে আমাদের সজ্জিত হতে হবে যা মানুষের অধিকারের সাথে সম্পর্ক রাখে এবং অন্যের অধিকার প্রদানের ফলে লাভ হয়।

তিনি (আ.) একবার নসীহত করতে গিয়ে বলেন: যদি আমার সাথে সম্পর্ক বন্ধন রচনা করে থাক আর আমার বাহিনীতে যোগ দেওয়ার দাবি থাকে, তাহলে উন্নত নৈতিক গুণাবলীতে সজ্জিত হতে হবে। অশান্তি এবং নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি এড়িয়ে চলতে হবে।" তাঁর সাথে যারা সম্পর্ক রাখে তাদের উদ্দেশ্যে তিনি (আ.) বলেন: তারা যেন নিজেদের হৃদয়কে পূতঃ পবিত্র করে। পারস্পরিক মানবিক সহমর্মিতায় যেন উন্নতি করে আর সমস্যা কবলিত লোকদের প্রতি যেন সহানুভুতিশীল হয় এবং পৃথিবীতে শান্তির প্রসার করে, কেননা এর মাধ্যমে ধর্মের প্রসার ঘটবে।"

(গভর্নমেন্ট আংরেজি অউর জেহাদ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৭, পৃষ্ঠা: ১৫)

এরফলে ইসলামের বিস্তার ঘটবে। তবলিগের নিত্যনতুন পথ উন্মোচিত হবে। অতএব, তোমরা উঠে দাঁড়াও, তওবা কর, নিজেদের প্রভুকে পুণ্য কর্মের মাধ্যমে সন্তুষ্ট কর।"

(লেকচার লুধিয়ানা, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২০, পৃষ্ঠা: ১৭৪)

পুনরায় আরেক জায়গায় নিজেদের হৃদয় থেকে হিংসা বিদ্বেষ বের করে মানবজাতির প্রতি সহানুভুতি প্রদর্শন এবং শান্তির ভিত রচনা করার জন্য নসীহত করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, "এখন আমি আমার জামা'ত অর্থাৎ যারা আমাকে মসীহ্ মওউদ হিসেবে মান্য করে, তাদেরকে বিশেষভাবে বোঝাতে চাই যে, তাদের সব সময় এসব অপবিত্র অভ্যাসকে এড়িয়ে চলা উচিত। খোদা তা'লা আমাকে ঈসা ইবনে মরিয়ম-এর বৈশিষ্টসহকারে মসীহ মওউদ হিসেবে পাঠিয়েছেন , এ কারণে নসীহত করছি যে, অকল্যাণ ও অনিষ্ট সাধন এড়িয়ে চল, মানব জাতির প্রতি সহানুভুতির প্রকৃত দায়িত্ব পালন কর, হৃদয়কে হিংসা বিদ্বেষ মুক্ত কর। এই অভ্যাস রপ্ত করলে তোমরা ফেরেশতা সদৃশ হয়ে উঠবে। কতই নোংরা এবং অপবিত্র সেই ধর্ম যাতে মানবিক সহানুভূতি নেই, কতই নোংরা সেই পথ যা রিপুজ বিদ্বেষের কাঁটায় পরিপূর্ণ। অতএব, তোমরা যারা আমার সাথে আছ এমন হয়ো না, তোমরা একটু ভেবে দেখ যে, ধর্ম গ্রহণের ফলে কি অর্জিত হল? এটিই যে, সব সময় মানুষকে কষ্ট দেয়াই তোমাদের ব্রত হবে? অর্থাৎ মানুষকে কষ্ট দেওয়াই কী তোমাদের ব্রত? না, মোটেই নয়। বরং ধর্ম সেই জীবন লাভের জন্য, যা খোদাতে অন্তর্নিহিত আছে আর কেউ কখনও জীবন লাভ করে নি আর ভবিষ্যতেও হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত ঐশী গুণাবলী মানুষের মাঝে সৃষ্টি না হবে। খোদার জন্য সবার প্রতি দয়ার্দ্র হও। সেই জীবন যদি লাভ করতে হয় তাহলে তা চেষ্টা সাধনা ছাড়া হবে না। উন্নত নৈতিক গুণাবলী অবলম্বন ছাড়া হবে না। খোদার খাতিরে সবার প্রতি রহম কর, যেন উর্ধ্বলোক থেকে তোমার প্রতি রহমত বর্ষিত হয়। আস! আমি তোমাদের সেই পথের সন্ধান দিব– যা অনুসরণ করলে তোমাদের আলো (নুর) অন্য সব আলোকে ম্লান করে দিবে। আর তা হল, তোমরা সকল প্রকার হীন স্বার্থ ও জিঘাংসা পরিত্যাগ করে মানুষের প্রতি সহমর্মী হও; খোদায় বিলীন হও এবং ঈর্ষণীয় পবিত্রতা অর্জন কর। এ পথেই নিদর্শন প্রদর্শিত হবে, দোয়া কবুল হবে এবং তোমাদের সাহায্যার্থে ফিরিশতা অবতীর্ণ হবে। কিন্তু তা একদিনের কাজ নয়। ক্রমাগত উন্নতির পথে অবিচল হও। সেই ধোপার কাছ থেকে শিক্ষা নাও, যে ময়লা পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত গরম পানিতে কাপড় সিদ্ধ করতেই থাকে। সকালে উঠে সে ঘাটে গিয়ে কাপড়ে লেগে থাকা অবশিষ্ট ময়লা পানি দিয়ে কেচে-কেচে নতুনের মত পরিষ্কার করে নেয়। মানবাত্মাকে পরিশুদ্ধ করার সাধনাও এরকমই। তোমাদের পরিপূর্ণ মুক্তি এই শুদ্ধতার সাথে সম্পর্কযুক্ত। এ কথাই কুরআন শরিফে এভাবে বর্ণিত হয়েছে:– قَدۡ اَفۡلَحَ مَنۡ زَكّٰىهَا (সুরা শামস:১০) অর্থাৎ: সেই আত্মা মুক্তি পেয়েছে, যা বিভিন্ন ধরনের ময়লা আবর্জনা থেকে মুক্ত হয়েছে।

(গভর্নমেন্ট আংরেজি অউর জেহাদ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৭, পৃষ্ঠা: ১৫)

অতএব, নিজেদেরকে সেভাবে পবিত্র করা উচিত যেভাবে কাপড় ধোয়ার দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তৌফিক দিন যেন আমরা তাঁর শিক্ষা অনুসরণের মাধ্যমে মানব জাতির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করতে পারি, শান্তির ভিত রচনা করতে পারি এবং তৌহিদের সত্যিকার অর্থ এবং মর্ম বুঝতে পারি। আর সমাজে প্রেম, প্রীতি এবং ভালোবাসার প্রসার করতে পারি। জাগতিক কামনা বাসনাকে কখনও যেন আমরা নিজেদের ওপর প্রভুত্ব করতে না দিই। আমরা যেন খোদার সন্তুষ্টির সন্ধানে সব সময় নিয়োজিত থাকি। এটিই যেন আমাদের জন্য অগ্রগণ্য বিষয় হয়।

****

বারোর পাতার পর.....

নিজেদের মধ্যে কথপোকথনের সময় যদি কোমল ভাষার প্রয়োগ এবং পারস্পরিক ভালবাসা প্রকাশ পায় তবে সেক্ষেত্রে শিশুরাও উপলব্ধি করে যে, প্রীতিপূর্ণ কথা বলা উচিত এবং গালি দেওয়া উচিত নয়। অনুরূপভাবে নিজেদের নুমনা দেখান। আমি দেখেছি যে, যদি নিজের নমুনা প্রদর্শন করেন তবে তা শিশুদের উপর অবশ্যই প্রভাব ফেলবে।

* একজন ওয়াকফা নও বলেন, আমি একজন চিকিৎসক। এখানে আহমদী ডাক্তারদের সংগঠন রয়েছে। লাজনাদেরও সংগঠন রয়েছে। আমরা কি আহমদী হিসেবে ডাক্তারদের এই সংগঠনের অংশ হতে পারি?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনাদের সংগঠনের নিয়মকানুন তৈরী হয় নি? প্রথম কথা হল ওয়াকফে আরযীর জন্য সময় বের করুন। আফ্রিকাতে আমাদের হাসপাতাল আছে, সেখানে আহমদী ডাক্তাররা ওয়াকফে আরযীর জন্য যেতে পারেন। রাবওয়ার ফযলে উমর হাসপাতালে যেতে পারেন। কাদিয়ানে যেতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ যারা অধিক আয় করে তারা অভাবী ছাত্রদের জন্য বৃত্তিও চালু করতে পারেন। অনুরূপভাবে সর্বসাধারণের জন্য ক্যাম্প তৈরী করে দাতব্য চিকিৎসার কাজ এখানেও করতে পারেন। শরণার্থী শিবিরে গিয়েও দাতব্য চিকিৎসা করতে পারেন।

একজন ওয়াকফা নও প্রশ্ন করেন যে, বলা হয় যে, মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পর হযরত আবু বাকার (রা.) যখন খলীফা পদে অধিষ্ঠিত হন সেই সময় হযরত আলি (রা.) সঙ্গে সঙ্গে বয়াত করেন নি। তিনি না কি ত্রিশ-চল্লিশ দিন পর বয়াত করেছিলেন। এর মধ্যে হিকমত বা প্রজ্ঞার বিষয় কি ছিল?

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: কোন না কোন প্রজ্ঞার বিষয় অবশ্যই ছিল। কোন ব্যস্ততা বা অন্য কোন কারণ ছিল নিশ্চয়। কিন্তু হযরত আলি হযরত আবু বাকার (রা.)-এর পূর্ণ আনুগত্য করেছিলেন। এই বিষয়টিকে শিয়া সম্প্রদায় বেশি করে প্রচার করেছে যে, হযরত আলি প্রথমে বয়আত করেন নি। একথা সঠিক নয়। কোনও ভাবে প্রমাণ করা যায় না যে, একদিনের জন্য বা এক মূহুর্তের জন্যও হযরত আবু বাকার (রা.)-এর আনুগত্যের বাইরে ছিলেন। এ বিষয়ে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) একটি পুস্তক রচনা করেছেন। এখন আপনারা সাবালিকা হয়ে গেছেন এবং এর সাথে ওয়াকফা নও বটে। তাই এই পুস্তকটি পড়ুন এবং জ্ঞান বৃদ্ধি করুন।

* একজন ওয়াকফা নও প্রশ্ন করেন যে, বেতর নামাযে দোয়া কুনুত যদি ভুলে যাই তবে কি সেই রাকাত পুনরায় পড়া আবশ্যক? হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: না, সেই রাকাত প্রথম থেকে পড়ার দরকার নেই। এমনকি সিজদা 'সহু'-ও প্রয়োজন হয় না। ভুলে গেলে কোন অসুবিধা নেই। সিজদা সহু কিম্বা সেই রাকতা ঘুরিয়ে পড়ারও দরকার নেই।

* একজন ওয়াকফা নও প্রশ্ন করেন যে, বিয়ে হওয়ার পর স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরের কাছে অনেক প্রত্যাশা রাখে। কিন্তু সেই প্রত্যাশা যখন পূর্ণ হয় না তখন তুচ্ছ তুচ্ছ বিষয় নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ আরম্ভ হয় যা পরবর্তীতে জটিল আকার ধারণ করে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: যে দম্পতি উচ্চাকাঙ্খা রাখে তারা উভয়েই ভুল করে। কোন আদর্শের সন্ধান করা উচিত নয়। জগতের এবং জীবনের বাস্তবতাকে বুঝতে হবে। কোন মানুষ নিঁখুত নয়। নারী -পুরুষ উভয়ের মধ্যেই ত্রুটি বিচ্যুতি থাকে। আমার কাছে এমন দম্পতি আসে যারা বলে যে, দাম্পত্য জীবনের বিষয়ে নসীহত করুন। আমি তাদেরকে একথাই বলি যে, পরস্পরের ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখে নিজের চোখ, কান এবং মুখ যদি বন্ধ করে নাও তবে তোমাদের যাবতীয় ঝগড়া-বিবাদ দূর হয়ে যাবে। যদি ত্রুটি সন্ধান করতে থাক তবে ছোট ছোট অনেক খুঁত বেরিয়ে আসবে। যেমন কথিত আছে যে, আটা মাড়াই করার সময় কনুই কেন নড়ছে। এই নিয়েও ঝগড়া হয়।

সেই ওয়কফা নও প্রশ্ন করেন, হুযুর আনোয়ার (আই.) কোন্ বিশেষ উপলক্ষ্যে স্ত্রীকে উপহার দিয়ে থকেন?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: কোন বিশেষ উপলক্ষ্যে নয়, তবে ঈদের সময় ঈদী (ঈদের উপহার) দিয়ে থাকি।

* একজন ওয়াকফা নও প্রশ্ন করেন যে, এখানে একটি প্রতিষ্ঠানে গিয়েছিলাম যেখানে একজন পুরুষ বসে ছিল। সেই ব্যক্তি সালামের জন্য হাত বাড়ায়। এমন পরিস্থিতিতে কি করা উচিত।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমার সাথেও এমনটি দু-একবার হয়েছে। আমি সেই মূহুর্তে সামনের দিকে সামান্য ঝুকে যাই, যার ফলে মানুষ বুঝে যায়। এই পরিস্থিতি থেকে বের হওয়ার রাস্তা আপনাকে নিজে খুঁজে বের করতে হবে। যদি সমাজকে ভয় করে চলেন তবে কোন কিছু অর্জন হবে না। দু-চার বার এমনটি করবেন এবং মানুষকে বলবেন যে আমার ধর্ম আমাকে এই শিক্ষা দেয় যে, পুরুষদের সঙ্গে করমর্দন করবে না। এরফলে তারা বুঝে যাবে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: যদি নিজেদের ধর্মীয় শিক্ষার প্রসার করতে হয়, মানুষকে সে সম্পর্কে অবগত করতে হয় এবং এর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে হয়, তবে অনেক সময় মানুষের মনে একটু-আধটু অস্থিরতা তৈরী হয়। আর এটুকু তো সহ্য করতে হবে। আর এটি কেবল আজকের বিষয় নয়, বরং চিরকালই এমনটি হয়ে আসছে। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) লিখেছেন: এটি সেই সময়ের কথা যখন ভারত-পাকিস্তান ব্রিটিশ শাসনের অধীনে একটি উপমহাদেশ ছিল এবং তাদের ভাইসরায়, লর্ড এবং গভর্নরদের শাসন ছিল। তাদের মধ্যে কয়েক জনের সঙ্গে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)-এর সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কও ছিল। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন, আমি দিল্লী গিয়েছিলাম। সেখানে এক লর্ড আমাকে আমন্ত্রিত করেন। আমি তাকে বললাম আমাকে আমন্ত্রণ জানাবেন না, কেননা সেখানে আরও অনেক মানুষ থাকবেন এবং মহিলারাও থাকবেন আর আমি মহিলাদেরকে সালাম করব না যার ফলে সকলের মধ্যে অস্থিরতা তৈরী হবে। একথা শুনে সেই লর্ড বলল, কোন ব্যাপার না, আপনি আসুন। আমি তাকে বললাম ঠিক আছে, তবে আমি এক কোণে বসে থাকব। তিনি (রা.) একটি কোণে বসে পড়লেন। কিন্তু সেখানেও একজন পুরনো পরিচিত ইংরেজ সাক্ষাতের জন্য চলে আসে। তার স্ত্রী হাত বাড়িয়ে দেয়। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বললেন, আমাকে ক্ষমা করবেন, আমি মহিলাদের সঙ্গে করমর্দন করি না। এরফলে সেই মহিলা ভীষণ অসন্তুষ্ট হয়। আর সেই ইংরেজ নিজেও বড় লজ্জিত হয়। এবং পরে তিনি লিখেন যে, আমি সারা রাত অস্থির ছিলাম একথা ভেবে যে আপনিও হয়তো মনে করবেন,আমার সঙ্গে এত পুরনো সম্পর্ক এবং ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে অবগত। তা সত্বেও আমি নিজের স্ত্রীকে বলি বলি নি যে সালামের জন্য হাত বাড়াবে না। উপরন্ত আমি স্ত্রীকে নিয়েও চিন্তায় আছি। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন, আমি তাকে পরে চিঠি লিখে আমন্ত্রণ জানালাম এবং তার স্ত্রীকেও আমন্ত্রিত করলাম। তাদেরকে ভোজন করালাম। তাদের উত্তমরূপে আপ্যায়নও করা হল আর তারা আশ্বস্তও হল।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: যদি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে তবে এমন হতে পারে। কিন্তু যদি দু-একবারই সাক্ষাত হয়ে থাকে তবে দূর থেকেই সালাম বলে দিন।

একজন ওয়াফা নও বলেন, আমার ফুফুকে লাহোরে শহীদ করে দেওয়া হয়েছে। তাঁর জন্য দোয়ার আবেদন করছি। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আল্লাহ্ তা'লা ফযল করুন। একশ ডলার এবং একটি মোবাইলের জন্য তাকে হত্যা করে দেওয়া হয়। হত্যাকারী একজন ইলেকট্রিশিয়ান ছিল, যে সেখান থেকে কেবল একটি মোবাইল ও একশ ডলার চুরি করেছে এবং এই কারণে তাকে হত্যা করেছে।

* একজন ওয়াকফা নও প্রশ্ন করেন, ইসলামে মোট ছয়টি কলেমা আছে। যেমন, কলেমা তৈয়্যবা, কলেমা শাহাদাত। অবশিষ্ট চারটি কলেমার গুরুত্ব কি?

হুযুর আনোয়া (আই.) বলেন: প্রকৃত কলেমা হল 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ। এবং কোন কোন ক্ষেত্রে

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

পাঠ করা হয়। আঁ হযরত (সা.) থেকে একথাই প্রমাণ হয়। এছাড়া আরও যতগুলি ইচ্ছা কলেমা তৈরী করে নাও।

* একজন ওয়াকফা নও বলেন, এখানে বাচ্চাদের জন্মদিন উপলক্ষ্যে বাড়ি থেকে কেক বা কোন খাওয়ার প্যাক করে স্কুলের ছেলেদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এমন পরিস্থিতিতে আমাদের করণীয় কি?

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: যদি তারা স্কুলে চকলেট, লজেন্স ইত্যাদি বিতরণ করে তবে আপনারাও বিতরণ করুন। কিন্তু বাচ্চাদেরকে একথাও বলে দিন যে, আমাদের জন্মদিনে আমরা দরিদ্রদেরকেও দিয়ে থাকি। বাচ্চাদের হাত দিয়ে কিছু সদকা করুন এবং তাদেরকে বলুন দোয়া কর আল্লাহ যেন তোমাকে পুণ্যবান করে। কিন্তু বাড়িতে জন্মদিন পালন করবেন না। লোকেরা যদি স্কুলে বাচ্চাদের মধ্যে চকলেট বা কেক বিতরণ করে তবে আপনরাও করুন। এতে দোষের কিছু নেই। প্রথাগতভাবে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মদিন পালন করবেন না। কিন্তু স্কুলে যদি বছরে দু-একবার বাচ্চাদের মধ্যে চকলেট বিতরণ করা হয় আর আপনার ছেলেরাও যদি এই কাজ করে তবে কোন অসুবিধা নেই। কেননা, অন্য ছেলেরা জিজ্ঞাসা করে যে, তোমাদের জন্মদিন কবে?এটি শরীয়ত সম্পর্কিত কোন জাটিল বিষয় নয় যে, এর উপর বিধি নিষেধ আরোপ করা আবশ্যক। কিন্তু এই দৃষ্টিকোণ থেকে অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ যে, বাজে খরচ বা অর্থ অপচয় যেন না করা হয়। আর এই উপলক্ষ্যে বাড়িতে যেন কোন নিমন্ত্রণের আয়োজন না করা হয় এবং বাড়িতে জন্মদিন পালন না করা হয়। জন্মদিন হলে বাচ্চাদেরকে বলুন স্কুলে সকলকে চকলেট, লজেন্স বিতরণ করে দাও। কিন্তু তোমাদের একথা যেন স্মরণ থাকে যে, এই দিনে তোমরা অভাবীদের সাহায্য করবে। এই উদ্দেশ্যে কিছু সদকা-খয়রাত কর এবং দোয়া কর। যদি এগুলি করতে পারে তবে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু নিজের উপর বোঝা বানিয়ে যেন না করা হয়। (ক্রমশঃ)

একের পাতার পর....

উহার নিদর্শন হিসাবে জানানো হইল যে, তাহার শরীর অনেক ফোঁড়া বাহির হইবে। বস্তুতঃ ঐ ছেলের জন্ম হইল এবং তাহার নাম আব্দুল হাই রাখা হইল। তাহার শরীরে অস্বাভাবিক ধরণের অনেক ফোঁড়া বাহির হইল, যাহার দাগ এখনও আছে। ফোঁড়ার এই নিদর্শন ছেলের জন্মের পূর্বেই ইশতেহারেরর মাধ্যমে প্রকাশ করা হইয়াছিল।

৪৬ নং নিদর্শনঃ এই যে, এই যুগে একটি স্থান ব্যতীত পাঞ্জাবের সকল জেলায় প্লেগের নাম-নিশানাও ছিল না তখন খোদা তা'লা আমাকে সংবাদ দেন যে, সমগ্র পাঞ্জাবে প্লেগ ছড়াইয়া পড়িবে, সকল স্থান প্লেগে আক্রান্ত হইয়া পড়িবে, অনেক লোক মরিয়া যাইবে, হাজার হাজার লোক প্লেগের শিকার হইয়া পড়িবে, এবং বহু গ্রাম জনশূন্য হইয়া পড়িবে। আমাকে দেখানো হইল যে, প্রত্যেক স্থানে এবং প্রত্যেক জেলায় প্লেগের কালো বৃক্ষ লাগানো হইয়াছে। বস্তুতঃ হাজার হাজার ইশতেহার ও সংবাদ পত্রের মাধ্যমে আমি এই ভবিষ্যদ্বাণীটি এই দেশে প্রকাশ করিলাম। ইহার অল্প কিছু কাল পরে প্রত্যেক জেলায় প্লেগের প্রাদুর্ভাব ঘটিল। বস্তুতঃ এ যাবৎ প্রায় তিন লক্ষ প্রাণ হানি হইয়াছে এবং হইতেছে। খোদা তা'লা বলেন, এখন এই দেশ হইতে প্লেগ কখনও দূর হইবে না যতক্ষণ পর্যন্ত এই সকল লোক নিজেদের মধ্যে পরিবর্তন না আনয়ন করে।

৪৭ নং নিদর্শনঃ এই যে, জম্মু এলাকার চেরাগদীন নামে এক ব্যক্তি আমার শিষ্য হইয়াছিল। পরে সে মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হইয়া গেল এবং রসূল হওয়ার দাবী করিল। সে বলিল, আমি ঈসার রসূল। সে আমার নাম দাজ্জাল রাখিল। সে বলিল, হযরত ঈসা আমাকে লাঠি দিয়াছেন যাহাতে এই দাজ্জালকে এই লাঠি দ্বারা হত্যা করি। আমি তাহার সম্পর্কে এই ভবিষ্যদ্বাণী করিলাম যে, সে আল্লাহ্‌র গযবের ব্যাধিতে অর্থাৎ প্লেগে ধ্বংস হইবে এবং খোদা তাহাকে নিশ্চিহ্ন করিবেন। বস্তুতঃ সে ১৯০৬ সালের ৪ঠা এপ্রিলে দুই পুত্রসহ প্লেগে ধ্বংস হইয়া গেল।

৪৮ নং নিদর্শনঃ এই যে, আমি মির্যা আহমদ বেগ হুশিয়ারপুরী সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলাম যে, সে তিন বৎসরের মধ্যে মরিয়া যাইবে। বস্তুতঃ সে তিন বৎসরের মধ্যেই মরিয়া গেল।

৪৯ নং নিদর্শনঃ এই যে, আমি ভূমিকম্প সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলাম যে, একটি ভয়ংকর ভূমিকম্প আগত প্রায়। ইহা পাঞ্জাবের কোন অংশের জন্য একটি ভয়ংকর ধ্বংসের কারণ হইবে। এই ভবিষ্যদ্বাণীটি আল্ হাকাম ও আল্ বদর পত্রিকায় ছাপানো হইয়াছিল। ভবিষ্যদ্বাণীটির এবারত এইরূপ ঃ عَفَتِ الدِّيَارُ مَحِلُّهَا وَمُقَامُهَا 'ভূমিকম্পের আঘাত! তোমার শহর, মহল্লা ও সম্মানকে হেফাযত করা হইবে।" বস্তুতঃ এই ভবিষ্যদ্বাণীটি ১৯০৫ সালের ৪ঠা এপ্রিলে পূর্ণ হইল।

৫০ নং নিদর্শনঃ এই যে, আমি অন্য একটি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলাম যে, এই ভূমিকম্পের পর বসন্তের দিনে আরও একটি ভূমিকম্প আসিবে। এই ইলহাম প্রাপ্ত ভবিষ্যদ্বাণীর একটি ইবারত এই ছিলঃ " আবার বসন্ত আসিল। খোদার কথা আবার পূর্ণ হইল।" বস্তুতঃ ১৯০৬ সালের ২৮ শে ফেব্রুয়ারীতে ঐ ভূমিকম্প আসিল এবং পাহাড়ী এলকায় জান ও মালের অনেক ক্ষতি হইল!

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, ২২তম খণ্ড, পৃষ্ঠা:২২৮-২৩১)

দুইয়ের পাতার পর....

আত্ম-উৎসর্গকারীদের আর্থিক কুরবানীর নমুনা কোন পর্যায়ের ছিল।

খোদার পথে ব্যয় করা এক বিষয়, কিন্তু এমনটি করার ক্ষেত্রে অপার উন্মাদনা এবং পরস্পরকে ছাপিয়ে যাওয়ার উদগ্র বাসনাও যদি যুক্ত হয় তবে এমন কুরবানী আকাশের অসীমত্বকেও স্পর্শ করে। একেবারেই গোড়ার দিকের ঘটনা এটি, একটি ইশতেহার প্রকাশ করার জন্য হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর ষাট টাকার প্রয়োজন ছিল। তিনি হযরত মুনশী যাফর আহমদ সাহেব কপুরথলবী (রা.)কে বলেন, এটি খুবই জরুরী। আপনার জামাত কি এই প্রয়োজন মেটাতে পারে? হযরত মুনশী সাহেব, সম্মতি জানান। তিনি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর কথা শুনে ততক্ষণাৎ বাড়ি যান। স্ত্রীর সম্মতি নিয়ে অলঙ্কারাদি বিক্রি করে কালক্ষেপ না করেই প্রয়োজনীয় অর্থ নিয়ে হুযুর (আ.)কে পেশ করেন। কিছু দিন পর হযরত মুনশী আরোড়া খান সাহেব সাক্ষাতের জন্য আসেন। হুযুর (আ.) কপুরথলা জামাতের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে বলেন, আপনার জামাতের মানুষ যথা সময়ে সাহায্য করেছে। এরফলে রহস্য উন্মোচিত হয় যে, মুনশি যাফর আহমদ সাহেব তো জামাতের কোন সদস্যের কাছে এ বিষয়ের উল্লেখই করেন নি। কত অসাধারণ বিনম্রতা এবং নিঃস্বার্থতার চিত্র এই ঘটনার মাধ্যমে ফুটে উঠে।

বর্ণনা করা হয় যে, হযরত মুনশী আরোড়া খান সাহেব আর্থিক কুরবানীর এমন অনন্য সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে এত বেশি আক্ষেপ করছিলেন যে, তিনি হযরত মুনশী যাফর আহমদ সাহেবের প্রতি দীর্ঘদিন অসন্তুষ্ট ছিলেন। এই অসন্তুষ্টি নিজের মধ্যে কিরূপ মহিমা অন্তর্নিহিত রেখেছে সেকথা তিনিই জানেন। কারণ কেবল এতটুকু ছিল যে, সমস্ত পুণ্য তিনি একাই নিয়ে নিলেন, আমাদেরকে পুণ্যের অংশীদার হতে দিলেন না! (ক্রমশঃ)

নশর ও ইশাত-এ D.T.P সেন্টার-এর জন্য মহিলা কর্মী চায়।

নাযারত নশর ও ইশায়াত, সদর আঞ্জুমান আহমদীয়ায় একজন কম্পিউটার অপরেটার চায়। লাজনা প্রত্যাশীরা নিজেদের আবেদন যাবতীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা বিষয়ক সার্টিফিকেটের এটেস্টেড ফটোকপি ও নাযারত দিওয়ান থেকে আবেদন পত্র সংগ্রহ করে তা পূর্ণ করে জামাতের আমীর/সদর/ সদর লাজনার অনুমোদন সহকারে দুই মাসের মধ্যে পাঠিয়ে দিন।

শর্তাবলী:

প্রত্যাশীর শিক্ষাগত যোগ্যতা কমপক্ষে উচ্চ-মাধ্যমিক হতে হবে। (দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ) হিন্দী, উর্দু, আরবী ও ইংরেজি লিখতে ও পড়তে জানতে হবে।

(২) হিন্দী টাইপিং-এ দক্ষতা এবং কমপক্ষে এক বছরের অভিজ্ঞতা থাকা চায়।

(৩) হিন্দী টাইপিং কি-বোর্ড না দেখে কম্পোজ করা জানতে হবে। এক ঘন্টায় অন্তত ৩০০ টি শব্দ টাইপ করতে সক্ষম হওয়া চায়।

(৪) হিন্দী টাইপিং In-Design সফ্‌টওয়ারে চানক্য ইউনিকোড ফন্টে লেখা জানতে হবে।

(৫) কম্পিউটার সাইন্সে ডিপ্লোমা থাকা চায়।

(৬) এছাড়াও ইনপেজ, এম.এস ওয়ার্ড -এর বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান থাকতে হবে।

(৭) ওয়াকফে যিন্দগী এবং ওয়াকফে নও লাজনারা নিজেদের রেফারেন্স মঞ্জুরী নাম্বারও লিখবেন।

(৮) আবেদন পত্রে নিজের পিতা/ স্বামী/ অভিভাবকের অনুমোদনের স্বাক্ষর থাকতে হবে।

(৯) প্রত্যাশীদেরকে ইন্টারভিউয়ের দিনক্ষণের বিষয়ে পরে জানানো হবে। এছাড়াও কাদিয়ান যাতায়াতের ব্যয়ভার নিজেকেই বহন করতে হবে।

(১০) কাদিয়ানে বাসস্থানের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব প্রত্যাশীর নিজের।

(নাযির দিওয়ান, সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া কাদিয়ান)

মৃত্যু পরবর্তী শোক-প্রকাশ আনুষ্ঠানিক হওয়া উচিত নয়

ফরাসী ভাষা-ভাষীদের সাথে সাক্ষাত-অনুষ্ঠান Rencontre Avec Les Francophones-এ নিকটাত্মীয়ের মৃত্যুর পরে শোক পালন, চল্লিশা প্রভৃতি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, ইসলামের দৃষ্টিতে কোন শোকই আনুষ্ঠানিক হওয়া উচিত নয়। অনেকে এর বিভিন্ন রীতি বানিয়ে ফেলেছেন; কিন্তু এগুলো ইসলামের অঙ্গ নয়। কোন কোন বর্ণনায় তিন থেকে চল্লিশ দিনের উল্লেখ আছে, যেগুলো খুব সম্ভবতঃ আত্মার স্থানান্তর ও কবরের আযাবের সঙ্গে সম্পর্কিত। কিন্তু তাছাড়া আনুষ্ঠানিক কোন আচারের বিধান নেই। হ্যাঁ, বেশী বেশী দোয়া এবং সম্ভব হলে বা মন যখন বেশী ব্যাকুল হয়, তখন কবরের নিকট গিয়ে যিয়ারত ও দোয়া করার পদ্ধতি রয়েছে।

আর শোক তো নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে বেঁধে দেওয়া যায় না। অনেকে তাদের প্রিয়জনের জন্য সারা জীবন শোকে ডুবে থাকেন। তবে এক্ষেত্রেও আরেকটি বিষয় খেয়াল রাখা দরকার আর তা হল, শোকেও মধ্যম-পন্থা অবলম্বন করা উচিত। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর এক সন্তান অসুস্থ হয়ে পড়ার পর তিনি চিকিৎসার জন্য প্রাণ-পণ চেষ্টা করেছিলেন। দোয়াও করেছেন তার জন্য। সব চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর সেই পুত্রের কবরে কয়েকটি পঙক্তি লিখে দেন, যার সারকথা হল: বড় প্রিয় ছিল, কলিজার টুকরো ছিল.....কিন্তু যিনি তাকে নিয়ে গেলেন, তিনি তো আরও প্রিয়।

সৌজন্যে: পাক্ষিক আহমদীয়া, ৩১ শে মে, ২০১৭

"জিসমী ইয়াতীরু ইলাইকা মিন শাকক্বিন 'আলা
ইয়া লাইতা কানাত্ কুওওয়াতাত্ ত্বাইরানী"

তোমার পানে আমার দেহ উড়ে চলে যেতে যে চায়
থাকতো যদি সাধ্য আমার ভর করে সেই স্বপ্নডানায়
-ক্বাসীদা, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)

বদর পত্রিকায় নিজস্ব প্রবন্ধ প্রকাশে ইচ্ছুক বন্ধুরা ই-মেলের মাধ্যমে নিজেদের লেখা পাঠাতে পারেন।

Email: banglabadar@hotmail.com

২০১৭ সালের এপ্রিল মাসে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর জার্মান সফর

রিপোর্ট ঃ আব্দুল মাজেদ তাহের

(অবশিষ্ট রিপোর্ট)

২৩ এপ্রিল, ২০১৮

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: এখন বাকি রইল প্রশ্ন এই যে, কুরআন করীমের শিক্ষা প্রত্যেক যুগের জন্য কি না? কুরআনে করীমের শিক্ষা সকল যুগের জন্য এবং কুরআন করীম ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র সম্ভাবনা থেকে শুরু করে বৃহত থেকে বৃহত সম্ভাবনাকে কভার করে। একথা কোথাও লেখা নেই যে, যেহেতু বড় সম্ভাবনার উল্লেখ রয়েছে এই কারণে ছোট সম্ভাবনার জন্য কোন শাস্তি নেই বা বড় সম্ভাবনার পরিস্থিতি তৈরী না হলে ছোট সম্ভাবনার পরিস্থিতিও তৈরী হবে। এটি একটি সম্পূর্ণ ও ব্যাপক শরিয়ত যা প্রত্যেক সম্ভাবনা অর্থাৎ সম্ভাব্য সকল বিষয়কে নিজের মধ্যে সমাবিষ্ট রেখেছে। কুরআন করীমে বলা হয়েছে, যদি এমন পরিস্থিতি তৈরী হয় তবে তোমরা যুদ্ধ করবে। কুরআন করীম আঁ হযরত (সা.)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। বুখারীর হাদীসে বর্ণিত আছে যে, যখন আঁ হযরত (সা.) মসীহ মওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী করেন, তখন তিনি বলেন মসীহ যুদ্ধ রহিত করবেন বা যুদ্ধের অবসান ঘটাবেন। তিনি কোন যুদ্ধের অবসান করবেন? ধর্মীয় যুদ্ধের। এর অর্থ হল, সেই সময় ধর্মীয় যুদ্ধ সংঘটিত হবে না। শত্রুদের পক্ষে থেকে ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য সেইভাবে যুদ্ধ হবে না যেভাবে কুফফাররা আঁ হযরত (সা.)-এর সঙ্গে করত বা পারসী বা অন্যারা করেছিল। এমনকি খৃষ্টানরাও যুদ্ধ করেছিল। অতএব একথা একেবারে সঠিক যে, কুরআন করীম সকল যুগের জন্য।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছেন,ঈসা মসীহ যুদ্ধ মুলতুবি করবেন। অপরদিকে তিনি বলেন, যে যুদ্ধে যাবে সে কাফেরদের সঙ্গে ভীষণভাবে পর্যদুস্ত হবে। কেননা আঁ হযরত (সা.) মসীহ্‌র জন্য এই ঘোষণা দিয়েছেন যে, তিনি যুদ্ধ রহিত করবেন। অতএব এখন যদি তোমরা যুদ্ধের জন্য যাও তবে কাফেরদের হাতে লাঞ্ছিত হবে। কেননা ধর্মীয় কারণে ইসলামের উপর আক্রমণ হচ্ছে না। আল্লাহ্ তা'লা যেখানে একথা বলেছেন যে যুদ্ধ কর এবং জিহাদ কর সেখানেও এবিষয়ে আশ্বস্ত করা হয়েছে তোমরা জয়যুক্ত হবে। বর্তমান কালে কোন মুসলমান দেশটি যুদ্ধে জয় লাভ করছে বা মুসলমারা যুদ্ধ করে কোন সফলতা লাভ করেছে? এর অর্থ হল, এটি জিহাদ নয়। এই যুদ্ধ আল্লাহ্‌র নামে হচ্ছে না। প্রকৃত বিষয় হল এই যে, যখন মসীহর আগমণ ঘটবে তখন তিনি শান্তি ও সম্প্রীতির প্রসার করবেন, যেরূপে পূর্বের মসীহ করেছিলেন। প্রেম-প্রীতি ও শান্তির শিক্ষাই পূর্বের মসীহ দিয়েছিলেন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন,, আমিও সেই মসীহ্‌র পদাঙ্ক অনুসরণে এসেছি। সেই মসীহ মূসার উম্মতের ছিলেন। আমি মহম্মদের উম্মতের এসেছি আর আমিও প্রেম-প্রীতির প্রসার করব। এই কারণে যুদ্ধ-বিগ্রহের অবসান হয়েছে। তবে হ্যাঁ, যদি কোন সময় এমন সম্ভাবনা তৈরী হয় যে, ইসলামের উপর ধর্মীয় কারণে আক্রমণ করা হচ্ছে এবং ইসলামকে ধ্বংস করার চেষ্টা করা হচ্ছে তখন জিহাদের আয়াতটি বলবৎ হবে। কিন্তু বর্তমানে এই পরিস্থিতি তৈরী হয় নি। এই কারণে এই আয়াত বলবৎ হচ্ছে না। যখন আইন প্রণয়ন করা হয় বা কোন দেশের আইন তৈরী হয়, তখন প্রত্যেক নাগরিককে ধরে এনে শাস্তি দেওয়া বা ফাঁসিতে ঝোলানো এর উদ্দেশ্য থাকে না। অতএব হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছেন যে, যুদ্ধের অবসান হয়েছে অর্থাৎ তা স্থগিত রাখা হয়েছে। কেন স্থগিত করা হল? কেননা, ইসলামের উপর এখন ধর্মীয় কারণে আক্রমণ হচ্ছে না। ভবিষ্যতে যদি এমনটি হয় তবে এই আয়াতগুলি আমাদেরকে যুদ্ধ করার আদেশ ও অনুমতি প্রদান করে। এবং এই পরিস্থিতিতে আল্লাহ্ তা'লা বিজয়ের নিশ্চয়তাও দিয়েছেন।

* একজন ওয়াকফে নও নিবেদন করে যে, সিরিয়ায় রাসায়নিক অস্ত্র দ্বারা আক্রমণের পর আমেরিকার বায়ু সেনা যে আক্রমণ করেছে, আমরা কি ধরে নিতে পারি যে,এই আক্রমণ মুসলমানদের বিরুদ্ধে বা ইসলামের বিরুদ্ধে হচ্ছে?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: প্রশ্ন হল, সিরিয়া প্রশাসন নিজের দেশের মুসলমান নাগরিকদেরকেই যেভাবে হত্যা করছে সেটা সম্পর্কে কি ধারণা করব? একদিকে রাশিয়া সিরিয়ার সহায়তা করছে এবং সাধারণ মানুষকে হত্যা করছে, আর তারা সব মুসলমান। তারাও তো এই কলেমাই পাঠ করে। অপরদিকে আমেরিকা আক্রমণ এই কারণে আক্রমণ করছে যে, যে সমস্ত মুসলমানকে হত্যা করা হয়েছে তাদের উপর অত্যাচার করা হয়েছে। এই কারণে অন্য সব (অত্যাচারী) মুসলমানদেরকে হত্যা কর। অতএব যুলুম উভয় দিক থেকে হচ্ছে। এই কারণেই আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, অন্যায়কে প্রতিহত কর। যদি হাত দিয়ে প্রতিহত করতে না পার তবে কথার মাধ্যমে কর। আর যদি তাও সম্ভব না হয় তবে তাদের জন্য দোয়া কর। আমাদের তো এখন শক্তি নেই। আমরা তো কেবল দোয়াই করতে পারি যে, আল্লাহ্ তা'লা এই সকল মুসলমান নেতৃত্ববর্গকে বিবেক দান করুন। যে সমস্ত মুসলিম বিদ্রোহী গোষ্ঠী রয়েছে তাদেরকেও বিবেক দিন। আর সন্ত্রাসীরা যারা ইসলামের নামে অত্যাচার করছে তাদেরকেও বিবেক দান করুন। উভয় পক্ষ জোট তৈরী করে ফেলেছে। একটি মুসলমান দল রাশিয়ার সঙ্গে জোট বেঁধেছে এবং দ্বিতীয় দলটি আমেরিকার সঙ্গে। তাই আমরা এটিকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে আক্রমণ কিভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি? মুসলমানদের মধ্যেই যখন বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে, তখন আমরা কিভাবে একথা বলতে পারি? এছাড়াও তুরস্ক কুর্দদেরকে হত্যা করছে বা সিরিয়া সরকার সুন্নী ও শিয়াদেরকে হত্যা করছে। প্রতিদিন সন্ত্রাসবাদী হামলা হচ্ছে। গতকাল তালিবানরা আফগানিস্তানে ১৩০ জন সেনাকে হত্যা করেছে। এগুলি কি ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। মুসলমানরা তো স্বয়ং কপট সেজে বসে আছে। আর এটিই ভবিতব্য ছিল। কেননা এগুলি ইসলামী যুদ্ধ নয়। যেরূপ আমি পূর্বেই বলেছি, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছেন, তোমরা পর্যদুস্ত হবে। যদি ইসলামের নামে যুদ্ধ করার চেষ্টা কর বা দাঈশ ইসলামের নামে যুদ্ধ করার চেষ্টা করে একের পর পর এক আঘাতে ধ্বংস হয়ে হয়ে গেছে। এখন আর তাদের আছেই বা কি? তারা পর্যদুস্ত হয়েছে। বস্তুতঃ যদি তারা ইসলামের নামে যুদ্ধ করত এবং তাদের যুদ্ধ ইসলামের যুদ্ধ হত তবে ধ্বংস হওয়ার পরিবর্তে তাদের জয়লাভ করা উচিত ছিল। আল্লাহ্ তা'লা তো বিজয় লাভের প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছেন। আল্লাহ্ তা'লা এই লক্ষণ বলে দিয়েছেন যে, যদি তোমরা ইসলামের নামে যুদ্ধ কর তবে অবশ্যই জয়লাভ করবে। কেননা এক্ষেত্রে আমার সাহায্য সংযুক্ত হবে। আপনারা কোথাও এদেরকে জয়লাভ করতে দেখছেন? সর্বত্র নৈরাজ্যই চোখে পড়ছে। পরিশেষে তারা ইয়াজুজদের দলে গিয়ে যোগ দিচ্ছে না হয় মাজুজদের শরণাপন্ন হচ্ছে এবং দাজ্জালদের কাছে গিয়ে বলছে আমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। অতএব যখন তারা নিজেরাই দাজ্জালদের হাতে মীমাংসা করাতে যায় তখন ইসলাম কোথায় থাকে?

* একজন ওয়াকফে নও প্রশ্ন করে যে, পাকিস্তান থেকে যে সমস্ত নতুন মানুষ শরণার্থী হয়ে এখানে এসে থাকে তাদেরকে সাধারণত কাজ করার অনুমতি দেওয়া হয় না। কিন্তু তা সত্বেও তাদের মধ্যে কিছু মানুষ কাজ করে। আর কাজ করার পর তার কর, বীমা ইত্যাদিও পরিশোধ করে না। এমন মানুষদের কি চাঁদা দেওয়া উচিত?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: অবৈধ পন্থায় যে অর্থ উপার্জন করা হয় তা থেকে আমাদের চাঁদা নেওয়া উচিত নয়। এই কারণেই তো আমি কয়েকটি খুতবায় বলেছি যে, কর ফাঁকি দিবেন না। এটি অনুচিত কাজ। এছাড়া যদি আপনারা শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকেও অনুচিত কাজ করেন, যেমন- মদ বিক্রি, যার সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেছেন যে, মদ পানকারী, মদ ক্রয়কারী, মদ পরিবেশনকারী এবং মদ প্রস্তুতকারী- এদের সকলের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত এবং এরা জাহান্নামী, তবে এমন পরিস্থিতিতে আমরা কিভাবে চাঁদা নিতে পারি? কুরআন করীম এই সীমা পর্যন্ত অনুমতি প্রদান করেছে যে, অনাহারে যদি মৃত্যুমুখে পতিত হও তবে শূকর ভক্ষন করতে পার।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন এখন শূকরও আমাদের জন্য ভীতিপ্রদ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। লোকেরা শূকরের মাথা কেটে এনে আমাদের মসজিদে ফেলে চলে যায় এবং মনে করে এর দ্বারা মুসলমানদেরকে মর্মযাতনা দিয়েছি। যদিও এতে ভাবাবেগে আঘাত হানার মত কিছু নেই। যদি একটি মাথা পড়ে থাকে তবে তাদেরকে বল আরও চারটি মাথা রেখে যেতে। তারা নিজেরাই চুপ হয়ে যাবে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: নিরুপায় অবস্থায় শূকর খাওয়ারও অনুমতি আছে। কিন্তু কেবল তাদের জন্য যারা একান্তই নিরুপায়। আমাদের জন্য নয়। জামাতের এমন কোন প্রয়োজন এসে পড়ে নি যে অবৈধ উপার্জন থেকে বা শরীয়ত বিরুদ্ধ উপায়ে উপার্জিত অর্থ থেকে চাঁদা নিতে হবে। যারা এমনটি করে তারা অন্যায় করে। আমি খুতবার মাধ্যমে ব্যবস্থাপনাকে কয়েকবার বলেছি।

* একজন ওয়াকফে নও প্রশ্ন করে যে, একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে, মসীহ মওউদ যখন আবির্ভূত হবেন তখন তিনি সিরিয়ার পূর্ব দিকে একটি মিনারার উপর অবতরণ করবেন। অ-আহমদীরা বলে থাকে যে, সিরিয়াতে একটি মসজিদ আছে, সেই মসজিদের মিনারায় তিনি অবতরণ করবেন। অথচ আমাদের মসীহ মওউদ (আ.)-এর জন্মের পর কাদিয়ানে মিনার তৈরী করা হয়েছিল।

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: মসীহর মিনারের উপর অবতরণ হবে রূপক অর্থে। এটি একটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে যে, মসীহ দামস্কের পূর্বে আবির্ভূত হবেন। মানচিত্রে দেখুন, কাদিয়ান দামাস্কের ঠিক পূর্বে অবস্থিত। আর কাদিয়ানের মিনারাতুল মসীহ্‌র

যতদূর সম্পর্ক সেটি সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন যে, যেহেতু মিনারার চিহ্নের কথা বলা হয়েছিল, সেই কারণে আমি বাহ্যিকভাবেও মিনারা তৈরী করছি। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) একথা বলেন নি যে, আমি এই মিনারা এই জন্য তৈরী করছি যে, এটি যেন আমার আবির্ভাবের প্রমাণ হিসেবে গণ্য হয়। বরং তাঁর জীবদ্দশাতে সেই মিনারের নির্মাণ কার্য সম্পূর্ণও হয় নি। কয়েক ফুট পর্যন্ত গেঁথে তোলা হয়েছিল মাত্র। এর নির্মাণ কার্য সম্পূর্ণ হয় দ্বিতীয় খলীফার যুগে। অতএব প্রত্যেক হাদীসের ব্যাখ্যা থাকে। যেমন একজন খাদিম হাদীকাতুস সালেহীন থেকে হাদীস পাঠ করে তার ব্যাখ্যা করেছে। অনুরূপভাবে এই হাদীসটির ব্যাখ্যাও এই পুস্তকে দেওয়া আছে। এর ব্যাখ্যা বিশদভাবে দেওয়া হয়েছে। এটি পড়লে আপনার কাছে সমস্ত বিষয়টি পরিস্কার হয়ে যাবে। আর তা না হলে আপনাদের সেক্রেটারী ওয়াকফে নওকে বলুন যে আপনাকে সেই হাদীসটি বের করে দিবে।

* একজন ওয়াকফে নও প্রশ্ন করে যে, হুযুর একটু আগেই বলেছেন যে, কুরআন করীমের আয়াত প্রত্যেক যুগের জন্য। পাকিস্তানে মৌলবীরা সেখান থেকে জামাত আহমদীয়াকে সমূলে উৎপাটন করার জন্য আমাদের উপর নিপীড়ন চালাচ্ছে, আমাদেরকে বন্দী বানিয়ে রাখছে, শহীদ করে দেওয়া হচ্ছে। এই আয়াতসমূহের আলোকে আমাদের জন্য আদেশ কি?

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমাদের জন্য স্পষ্ট আদেশ রয়েছে যে, যে দেশে বসবাস কর সেখানে অরাজকতা ও অশান্তি সৃষ্টি করবে না। নৈরাজ্য সৃষ্টি সম্পর্কে কুরআন মজীদে বর্ণনা করা হয়েছে যে, 'আল-ফিতনাতু আশাদ্দু মিনাল কাতলি।' অর্থাৎ ফিতনা ও অরাজকতা করা হত্যার থেকে জঘন্য অপরাধ। এই কারণে যে, পাকিস্তানে আমাদের হাতে প্রশাসনিক ক্ষমতা নেই। আমরা সেই দেশের নাগরিক এবং সেই দেশের আইন-শৃঙ্খলা মেনে চলি। কিন্তু যেখানে আইন-কানুনের সঙ্গে শরীয়তের সংঘাত দেখা দেয় সেখানে আমরা সেই আইনকে অমান্য করি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে নামায পড়ার, কলেমা পড়ার, সালাম করার আদেশ দেয়। আর একথাও বলে যে, তোমরা যদি নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবি কর তবে তোমরা মুসলমান। কিন্তু পাকিস্তানে ধর্ম-সংক্রান্ত যে আইন রয়েছে তা হল জঙ্গলের আইন। এই কারণে আমরা কেবল সেই আইনগুলিকে মান্য করি না। কিন্তু যুদ্ধ করা আমাদের কাজ নয়। কেননা, আমরা সেই দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাই না। এ সম্পর্কে কুরআন করীম নির্দেশনা দেয় যে, যদি তোমরা এমন এক দেশে না থাকতে পার এবং তোমাদের উপর যুলুম হয়, তবে সেখান থেকে হিজরত কর (দেশান্তরিত হও)। এই কারণেই তো আপনারা এখানে হিজরত করে এখানে চলে এসেছেন। সেখানে অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে এখানে চলে এসেছেন। কিন্তু অনেক মানুষ আছেন যারা অত্যাচার সহ্য করতে পারে। তারা সেখানে বসবাস করছে। তাই আপনার যদি এই প্রশ্ন হয় যে, আমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারি? তবে এর উত্তর হল আমরা যুদ্ধ করতে পারি না কেননা, সেখানে আমাদের হাতে শাসন ক্ষমতা নেই। যদি কখনও আহমদীদের হাতে দেশ ও দেশের শাসন ক্ষমতা আসে এবং তার উপর অন্য কোন দেশ আক্রমণ করে তবে সেই যুদ্ধের উত্তর দিব।

* এক ওয়াকফে নও খাদিম প্রশ্ন করে যে, অ-আহমদী মুসলমানরা অপবাদ দেয় যে, আহমদী এবং অন্যান্য মুসলমানদের কুরআন ভিন্ন। আমরা তাদের কি উত্তর দিব যে, আমাদের কুরআন সঠিক?

* এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমরা তো একথা বলি না যে আমাদের কুরআন পৃথক এবং তাদের কুরআন পৃথক। তাদেরকে বল যে, তোমাদের যেটি কুরআন আমরা সেটিই পাঠ করি। এখানে অর্ধেকের কাছে তুরস্কে ছাপানো কুরআন রয়েছে বা অন্যান্য স্থানের ছাপানো কুরআন রয়েছে। পাকিস্তানে 'তাজ' নামে একটি কোম্পানি ছিল, আমি ছোটবেলায় সেই কোম্পানীর ছাপানো কুরআনই পড়েছি। আমরা তো সেই কুরআনই পড়ি যা অন্যান্য অ-আহমদী মুসলিমরা পড়ে। তবে একথা ঠিক যে, তফসীর বা ব্যাখ্যা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। আর ব্যাখ্যাকারীরা স্বয়ং বলেছেন যে কুরআন করীমের একাধিক আভ্যন্তরীণ অর্থ আছে। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন যে, কিছু মুফাসসিরিন বা ব্যাখ্যাকারী লিখেছেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না কোন ব্যাখ্যাকারী একই আয়াতের ২০-২২ টি ব্যাখ্যা উপস্থাপন করতে সক্ষম না হয় তাকে তফসীরকারক বলা যেতে পারে না। অতএব প্রত্যেক ব্যাখ্যাকারী কুরআন মজীদের নিজের ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছে। কিছু তফসীরকারক, উলেমা এবং বুযুর্গগণ কুরআন মজীদের যে তফসীর করেছেন সেগুলির মধ্যে কয়েকটিকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) উদ্ধৃত করে বলেছেন যে, দেখ আমি এই আয়াতের এই তফসীর করেছি আর অমুক অমুক তফসীরকারক এই তফসীর করেছে। ইবনে আরবীও একথা লিখেছেন যে, অমুক অমুক তফসীরকারক এই এই তফসীর করেছে। তাই আমাদের কুরআন এবং তাদের কুরআন ভিন্ন ভিন্ন নয়। পৃথক কে বলে? আপনারা এ নিয়ে কেন বিতর্ক করেন যে, কুরআন ভিন্ন। তাদেরকে বলুন যে, তোমাদের কুরআন নিয়ে এস আমি পড়ব, আর যে কুরআন আমি পড়ি তুমি সেটি নিয়ে যাও। তারপর বল যে, তোমার আর আমার কুরআনে কোন শব্দটিতে পার্থক্য আছে। একটিও এমন শব্দ নেই। একটি শব্দ কেন, একটি অক্ষর বা একটি বিন্দু-বিসর্গও আমাদের ও তাদের কুআনের মধ্যে আলাদা নয়। কুরআন করীম সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, ' আমরাই এর সুরক্ষার ব্যবস্থা করব।' কুরআন করীম চোদ্দ শত বছর থেকে সুরক্ষিত রয়েছে। আমাদের এখানে কুরআন করীমের হাফেয রয়েছেন। পাকিস্তানেও কোন সময় তিলাওয়াতের প্রতিযোগিতা হলে সেখানে গিয়ে তারা অংশ গ্রহণ করেন এবং পুরস্কার নিয়ে আসেন। তারা তো সেই কুরআন পড়েই পুরস্কার নিয়ে আসে। অন্যথায় তারা তো আপত্তি করে বসত।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: এই বিতর্কে জড়ানোর কোন প্রয়োজনই নেই যে, তোমাদের আর আমাদের কুরআন ভিন্ন কি না। বরং তাদেরকে বলুন যে, আমরা তোমাদের কুরআনই পাঠ করি। নিজেদের কাছে কুরআন রাখা উচিত। আর তাদেরকে বলুন যে, কুরআন করীম নিয়ে এসে মিলিয়ে দেখ। কেবল মৌখিক দলিলে কিছু হয় না। ততক্ষণাৎ বাস্তবায়িত করে দেখানো উচিত। নিজেকে গুটিয়ে রাখবেন না বরং অকাট্য প্রমাণ উপস্থাপন করুন।

* একজন ওয়াকফে নও প্রশ্ন করে যে, হুযুর আনোয়ার বিগত খুতবায় নামাযের গুরুত্ব সম্পর্কে বলেছিলেন যে, নামায বা-জামাত পড়া উচিত। যদি নামায সেন্টার দূর হয় বা যদি আমরা একা হই বা ব্যস্ততার কারণে নামায বা-জামাত পড়তে না পারি তবে কি করা উচিত?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: যদি একা হন আর কোন সঙ্গী না থাকে তবে কিছু করার নেই। আমিও একথাই বলেছিলাম যে, একান্ত নিরুপায় অবস্থা হলে ভিন্ন কথা, না হলে ঐকান্তিক চেষ্টা করুন যেন নামায বা-জামাত পড়তে পারেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, মরুভূমি অতিক্রম করে যাওয়ার সময় যদি নামাযের সময় হয় সেখানে আযান দাও, যদিও তুমি সেখানে কাউকে না দেখ। আর যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল ধু-ধু প্রান্তরই দেখতে পাও। সেখানে তুমি আযান দাও, হয়তো কোন পথভোলা পথিক কোন বালুকা রাশির আড়ালে বসে আছে আর সে তোমার আযানের কণ্ঠ শুনে সেখানে উপস্থিত হয়ে তোমার সাথে নামায পড়ল। কিন্তু এখানে যদি তুমি আযান দাও তবে তোমার জন্য সমস্যা তৈরী হয়ে যাবে। তাই কেবল নিজের নামায পড়ে নাও। কিন্তু চেষ্টা করুন যাতে বা-জামাত নামায পড়া যায়। কোন কিছুর ছুতো খুঁজবেন না। আর যখন বাড়িতে থাকেন, ভাই-বোন এবং স্ত্রী-সন্তানদের সঙ্গে একত্রে নামায পড়ুন।

সেই ওয়াকফে নও খাদিম প্রশ্ন করে যে, হাদীসে বর্ণিত আছে যে, পর পর তিনটি জুমা না পড়লে অন্তরে কালো দাগ পড়ে যায়।

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: চেষ্টা করুন একটি বা দুটি জুমা পড়ার পর অবশ্যই জুমার নামায পড়বেন। অনেক সময় নিজের কাজের স্থানে বলতে পারেন যে, আমি এতটা সময়ের জন্য বিরতি চাই। দেখা যায় যে, অধিকাংশ কর্মকর্তা বিরতি দিয়েও দেন। কিন্তু যেখানে বাধ্যাবাধকতা রয়েছে সেখানে আল্লাহ্‌র দয়া অসীম ও অনন্ত ব্যাপৃত। আল্লাহ্ তা'লা একটি নীতিগত বিষয় বর্ণনা করে দিয়েছেন। যদি সত্যিই কোন বাধ্যবাধ্যকতা থাকে তবে মানুষের জন্য সেখানে ব্যতিক্রম আছে। আল্লাহ্ তা'লা সেক্ষেত্রে ক্ষমা করেন। কিন্তু এই বিষয়গুলি ছুতো বানিয়ে নেওয়া উচিত নয়।

একজন ওয়াকফে নও বলে যে, আমার প্রশ্ন অঙ্গ দান সম্পর্কে।

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন অঙ্গ দান করা যেতে পারে। মৃত্যুর পর মানুষ চক্ষুদান করে, কিডনী বা বৃক্ক দান করে, অনেকে আবার নিজেদের জীবদ্দশাতেই কিডনী দান করে দেয় কিম্বা আরও অন্যান্য অঙ্গ দান করে দেয়। যে কাজ মানবতার কল্যাণে হতে পারে এবং ত্যাগ স্বীকারে যদি কেউ প্রস্তুত হয় তবে এক্ষেত্রে কোন অসুবিধা নেই।

এই উত্তর শুনে সেই খাদিম প্রশ্ন করেন যে, অনেকে আপত্তি করে যে, মৃতুর পর মস্তিষ্ক নিষ্প্রাণ হয়ে যায় ঠিকই, কিন্তু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জীবিত থাকে। এর ফলে আত্মা কষ্ট পেতে পারে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: প্রশ্ন হল, যদি কেউ নিজের জীবদ্দশাতেই কিডনী বের করে দেয়? অনেকে নিজের কিডনী আত্মীয়-স্বজনকে দিয়ে দেয় বা দরিদ্র দেশগুলিতে অনেক দুর্ভাগা মানুষ এমন আছে যারা নিজেদের কিডনী বিক্রি করে দেয়। ভারত এবং পাকিস্তানে এমন ঘটনা ঘটে থাকে। আর এমনটি তো মানুষের জীবদ্দশাতেই হয়ে থাকে। আসল কথা হল, এই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি তো তখনই উপকারে আসবে যখন এগুলি কাজ করবে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন এখানে আত্মার তো কোন সম্পর্কই নেই। মৃত্যুর পর আত্মার সঙ্গে দেহের কোন সম্পর্ক থাকে না। ডাক্তার যখন মানুষকে মৃত ঘোষণা করে দেয়, তারপর কিছু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সক্রিয় থাকে। সেই সময়ের মধ্যে যদি চোখ বের করে নেওয়া হয় বা অন্য কোন অঙ্গ বের করে নেওয়া হয় যা অপরের কল্যাণ সাধন করতে পারে, তবে তা হওয়াই কাম্য। অবশেষে সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই তো প্রাণহীন হয়ে পড়বে। যদি মস্তিষ্ক নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে তবে কিছু ক্ষণের মধ্যে অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও অসাড় হতে শুরু করবে। তাই এই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি নষ্ট হয়ে যাওয়ার পূর্বেই

যদি সেগুলিকে অন্য কোন মানুষের জীবন রক্ষার জন্য ব্যবহার করা হয়, তবে ক্ষতি কিসের? তাই যারা আপত্তি করে তারা অন্যায় করে।

একজন ওয়াকফে নও খাদিম প্রশ্ন করে, আমার এক ওয়াকফে নও কন্যাও আছে। পিতা হিসেবে আমার এই ওয়াকফে নও মেয়ের কিভাবে যত্ন নেওয়া কর্তব্য?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: সর্বাগ্রে নিজে নামায পড়ুন এবং দোয়া করুন যে, আল্লাহ্ তা'লা আপনারও সংশোধন করুন এবং প্রকৃত ওয়াকফে নও করে তুলুন এবং সন্তানদের সঠিকভাবে শিক্ষা-দীক্ষা দান ও লালন-পালনের যোগ্য করে তুলুন যাতে আপনি তাদেরকে দেশ, জাতি এবং জামাতের জন্য এক সম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে পারেন।

* একজন ওয়াকফে নও প্রশ্ন করে, সুফিদের উক্তি আছে যে, মোমিন হল এক পক্ষী সদৃশ। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ও বলেছেন যে, মোমিন এই পৃথিবীতে থাকে কিন্তু সে এই পৃথিবীর নয়। আমার প্রশ্ন হল, আমরা কিভাবে জানব যে, জাগতিকতার প্রতি বেশি আকৃষ্ট হচ্ছি কি না বা আধ্যাত্মিকতা থেকে দূরে সরে যাচ্ছি কি না?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন:এত সাধারণ বিষয়ও আপনি বুঝতে পারেন না? যদি উৎকণ্ঠার সঙ্গে আপনার মধ্যে পাঁচ বেলা বা-জামাত নামায পড়ার জন্য মনোযোগ সৃষ্টি না হয়, উৎকণ্ঠার সঙ্গে নফল নামায পড়ার প্রতি মনোযোগ সৃষ্টি না হয়, উৎকণ্ঠার সঙ্গে বান্দাদের অধিকার প্রদানের প্রতি মনোযোগ সৃষ্টি না হয়, মনের মধ্যে সব সময় এই চিন্তা জেগে না থাকে যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে দেখছেন এবং আমি যেন কোন অনুচিত কাজ না করে বসি। তবে এর অর্থ হল আপনি আল্লাহ্র দিকে কম আকৃষ্ট রয়েছেন আর জাগতিকতার দিকে বেশি আকৃষ্ট হচ্ছেন। আপনি নিজেই এ বিষয়ে আত্ম-সমীক্ষা করুন। আপনারা ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেওয়ার অঙ্গীকার করেছেন। সুফীদের কথা পরে আসবে, ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেওয়ার যে অঙ্গীকার করেছেন সেদিকে দৃষ্টি দিন এবং নিজেই যাচাই করে দেখুন যে, আপনি সেই মানদন্ডে উত্তীর্ণ হচ্ছেন কি? আপনি আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত সঠিক অর্থে করছেন কি? আপনার প্রত্যাহিক কর্মবিধি কি সেই শিক্ষা অনুসারে পরিচালিত হয় যা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল দিয়েছেন? এই বিষয়গুলি মানুষ নিজেই যাচাই করে দেখতে পারে? এই মান কুরআন করীম নির্ধারণ করে দিয়েছে আর এটি তো আপনার সামনেই রয়েছে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: এটি কোন জটিল প্রশ্ন নয়। একে একে দুই-ই তো হবে। এখানকার মানুষের অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা এমন প্রশ্ন করলে এই এই উত্তর পাব। কিছু প্রশ্নের উত্তর এমনভাবে দেওয়া যায় না। আধ্যাত্মিকতার বিষয় ভিন্ন। আধ্যাত্মিকতার জন্য প্রথম বিষয় হল আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে সম্পর্ক। সেই সম্পর্ক কি সত্যিই রয়েছে তা যাচাই করে দেখুন। আমি তো আপনার আ্যধাত্মিকতা সম্পর্কে অনুমান করতে পারি না। এর অনুমান আপনি নিজেই করতে পারেন।

সেই খাদিমই প্রশ্ন করে যে, এই পৃথিবী এক মায়া বা বিভ্রম। অনেক সময় আমরা অতি তুচ্ছ বিষয়কে বড় বানিয়ে ফেলি। অথচ প্রকৃত জীবন তো আসা বাকি আছে।

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: এতে ভ্রমের কি রয়েছে? পৃথিবী তো আপনার সামনে রয়েছে। আপনারা ছোট বিষয়কে অনেক বড় এজন্য বানিয়ে ফেলেন যে, পৃথিবী তো আপনাদের সামনেই রয়েছে এবং তা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, অপরদিকে অদৃশ্য সম্পর্কে আপনি অনবিহিত আর আল্লাহ্ তা'লার উপর যে দৃঢ় বিশ্বাস থাকা আবশ্যক তা পূর্ণরূপে বিদ্যমান নেই। এই কারণেই জগতের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ যা কিছু সামনে চোখে পড়ছে সেটিকেই কেবল সত্যি মনে করেন। যদি এই চিন্তা থাকে যে, মৃত্যুর পরের জীবন অনন্ত, এবং আল্লাহ্ তা'লা আমাদের কাছে হিসেব নিবেন এবং প্রতিটি কর্মের প্রতি তাঁর দৃষ্টি রয়েছে তবে মানুষ এই পৃথিবীতেও আল্লাহ্ তা'লার আদেশ অনুসারে জীবন অতিবাহিত করার চেষ্টা করবে। কেননা এই পৃথিবীর জীবনের ফল পরকালে পাওয়া যাবে। কুরআন করীম যে দু'টি জান্নাতের ধারণা দিয়েছে তা এটিই। এই পৃথিবীকেই জান্নাত করে তুলুন এবং তা সম্ভব আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের আদেশ মান্য করার মাধ্যমে, এবং আল্লাহ্ ও তাঁর বান্দাদের অধিকার প্রদানের মাধ্যমে। আল্লাহ্ তা'লা পরকালে তাঁর পুরস্কার দিবেন। আপনি এই পৃথিবীকে বড় মনে করেন কারণ এটিকে আপনি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন। এবিষয়ে একটি উদাহরণ আছে যে, এক ব্যক্তি কারো সম্পর্কে কথা বলল। যখন সেই ব্যক্তি জানতে পারল যার সম্পর্কে বলেছিল, তখন সে বলল এমন কথা কেন বলেছ? সেই ব্যক্তি বলল যা প্রকৃত ঘটনা ছিল তা আমি সত্যি সত্যি বলে দিয়েছি। আল্লাহ্র কাছে ফিরে যেতে হবে, আমি কেন মিথ্যা কথা বলব? এরফলে যার বিরুদ্ধে কথা বলা হয়েছিল সে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে ঘুসি মেরে বলল, এবার বল এই ঘুসিটি বেশি কাছে নাকি আল্লাহ্ বেশি কাছে? পাঞ্জাবীতে বলা হয় ' কিসহন নেহড়ে কি আল্লাহ্ নেহড়ে? তাই 'কিসহন' (ঘুসি) কাছে হয়ে গেলে মানুষ আল্লাহকে ভুলে যায়। এটিই জগতের অবস্থা।

*এরপর এক ওয়াকফে নও খাদিম বলে, আমার প্রশ্ন সেই সমস্ত ওয়াকফে নওদের সম্পর্কে যারা পাকিস্তান থেকে এখানে আসে। তাদের মধ্যে অনেকে জামেয়ায় কয়েক বছর পড়াশোনা করেছে এবং কোন কারণ বশতঃ পড়াশোনা শেষ করতে পারে নি। তাদের সম্পর্কে নির্দেশনা কি? তারা কিভাবে জামাতের কাজে আসতে পারে?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: তাদের সম্পর্কে এটিই নির্দেশনা যা হাসানাত সাহেব এখানে বক্তৃতার মাধ্যমে বলেছেন যে, যে সমস্ত ওয়াকফীনে নও যারা যথারীতি জামাতের কাজে নিযুক্ত বা জামাতের বেতনভুক্ত কর্মী নয় তারাও যেন নিজেদেরকে ওয়াকফ মনে করে এবং খিদমত করে। এখানে তবলীগের ক্ষেত্র সুপ্রশস্ত। তবলীগ করুন। নিজেদের তবলীগের পরিসর ব্যাপক ও বিস্তৃত করুন। একবার গিয়ে লিফলেট বিতরন করা আর এত সংখ্যক লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে বলে সদর খুদ্দামুল আহমদীয়া বা সেক্রেটারী তবলীগের পক্ষ থেকে রিপোর্ট চলে আসা- কেবল এতটুকুই তবলীগ নয়। আমি কাল কি পরসু একথাই চিন্তা করছিলাম যে, আমরা লক্ষ লক্ষ লিফলেট বিতরণ তো করি কিন্তু দেখার বিষয় হল এই যে, এখানে জার্মানীতে যে কুড়ি হাজার আহমদী রয়েছে তাদের মধ্যে কতজন লিফলেট বিতরণ করছে? যেমন এখানে জার্মানীতে সাড়ে তিন হাজার ওয়াকফীনে নও ছেলে আছে। যদি প্রত্যেকে তবলীগের কাজের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং লিফলেট বিতরণের পাশাপাশি ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ ও তবলীগ করতে থাকে তবে অনেক কাজ হতে পারে। এটি একটি প্রশস্ত ময়দান। নতুন নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করা এবং নতুন নতুন পথ খুঁজে বের করা তো আপনাদেরই কাজ। কেবল জামাতের বেতনভুক্ত হয়েই খিদমত হতে পারে, এমন কথা বলবেন না। জামাত এখন সকলকে বেতনভুক্ত কমীর অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে না। আর কেউ যদি পাকিস্তানের জামেয়াতে পড়াশোনা শেষ না করে থাকে বা মাঝখানেই জামেয়া ছেড়ে দিয়ে থাকে বা কোন কারণ বশতঃ হয়তো ছেড়ে দিয়েছে আর তারা এখানে চলে এসেছে। আর তারা নিশ্চয় কোন কারণ বশতঃই এখানে এসেছে। এখানে আসার পর তারা স্বাধীনতা উপভোগ করছে, আর আর্থিক সচ্ছলতাও বেড়েছে। পাকিস্তানের তুলনায় এখানে ধর্মীয় স্বাধীনতা একশভাগ বেশি। এছাড়াও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাও রয়েছে। সেগুলি থেকে উপকৃত হন এবং জামাতের কাজ করুন।

ওয়াকফীনে নও খুদ্দামদের এই সাড়ে বারোটা পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

ওয়াকফাতে নওদের সাথে প্রশ্নোত্তর সভা

* একজন ওয়াকফা নও বলে, আমার মা ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত। দোয়ার আবেদন জানাই। হুযুর বলেন: আল্লাহ্ ফযল করুন।

* এরপর একজন ওয়াকফা নও প্রশ্ন করে, যে, অনেকের নাম 'মহম্মদ' হয়ে থাকে আর মানুষ নাম ধরে গালি দেয়। আর অভ্যাসবশতঃ সাল্লেল্লাহু আলাইহে ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লাম'-ও বলে দেয়।

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: মহম্মদ নাম রাখতে কোন দোষ নেই। মহম্মদ আহমদ বা গোলাম আহমদ বা এই ধরণের অনেক নাম রাখা হয়। যদি কারো নাম মহম্মদ হয় তবে সে নিশ্চয় সাল্লেল্লাহু আলাইহে ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লাম-এর যোগ্য নয়। যদি কেউ বলে থাকে তবে সে ভুল করে। আপনি যদি এমন কোন ঘটনার সম্মুখীন হন তবে তৎক্ষণাৎ তার সংশোধন করুন। আপনাদেরকে কেউ যতই গাল-মন্দ করুক না কেন সংশোধন করাও আপনাদের কাজ। সত্যের জন্য যদি প্রহৃত হতেও হয় তবে তা স্বীকার করে নিন।

* একজন ওয়াকফা নও প্রশ্ন করে যে, যদি কারো পক্ষ থেকে হজ্জ করা যায় তবে কি উমরাও করা যেতে পারে? হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: হজ্জ করা গেলে উমরা কেন করা যাবে না? উমরাও করা যাবে।

* এরপর একজন ওয়াকফা নও প্রশ্ন করে যে, আমাদের মধ্যে অনেক ওয়াকফাতে নও আছে যারা নিজেদের পছন্দের ক্ষেত্রে যাওয়ার জন্য লিখে পাঠিয়েছিল। কিন্তু কারণবশতঃ যেতে পারে নি। তাদের বিয়ে হয়ে গেছে আর এখন সন্তানও হয়ে গেছে। এরপর সেই কর্মক্ষেত্রে যাওয়া হয়ে ওঠে নি। এমন ওয়াকফাতে নওদের জন্য আদেশ কি? এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: তবলীগের ময়দান সকলের জন্য ফাঁকা পড়ে আছে। যদি সন্তান-সন্ততি থাকে তবে শিশুদের তরবীয়ত বা শিক্ষা-দীক্ষার ময়দান ফাঁকা পড়ে আছে। ইবাদতের ময়দানও অনুরূপভাবে ফাঁকাই রয়েছে। ইবাদতের ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করুন। নিজেদের শিশুদের উত্তম তরবীয়ত করুন এবং নিজের পরিবেশ ও গণ্ডীর মধ্যে তবলীগ করুন। যদি লাজনাদের পক্ষ থেকে কোন কাজ দেওয়া হয় সেই কাজের দায়িত্ব একজন ওয়াকফে যিন্দগীর মত পালন করুন।

* একজন ওয়াকফা নও প্রশ্ন করে যে, আমাদের জামাতের স্লোগান হল 'ভালবাসা সকলের তরে ঘৃণা নয়কো

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019 Vol. 2 Thursday, 21 Sep, 2017 Issue No. 38

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 300/- (Per Issue : Rs. 6/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

কারো তরে'। কিন্তু কিছু কিছু সংগঠন বা সম্প্রদায় নিরীহ মানুষদের হত্যা করছে। তাদের সম্পর্কে কি বলা উচিত?

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: এ সম্পর্কে আমি একটি খুতবা দিয়েছিলাম। খুতবা নিয়মিত শুনুন এবং খুতবার বিশেষ বিশেষ অংশগুলিকে স্মরণ রাখুন।

তিনি(আই.) বলেন: আমাদের স্লোগান যাই হোক, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ থেকেই তো তার উৎপত্তি। আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, তোমরা অত্যাচারী এবং অত্যাচারিত উভয়েরই সাহায্য কর। সাহাবাগণ প্রশ্ন করেন অত্যাচারীর সাহায্য কিভাবে করব? এর উত্তরে তিনি (সা.) উত্তর দিলেন যে, তাকে সেই অত্যাচার করা থেকে বিরত রাখ, তাকে বোঝাও। হাত অথবা কথা দ্বারা তাকে বিরত রাখ। অন্যথায় তার জন্য দোয়া কর।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: প্রত্যেকের ক্ষেত্রে ভালবাসার মান একই হতে পারে না। আপনার নিজের সন্তানের প্রতি যে ভালবাসা রয়েছে তা অন্য পর্যায়ের আর মাতা-পিতার প্রতি যে ভালবাসা তা অন্য মাত্রার। অনুরূপভাবে ভাই-বোন, বন্ধু-বান্ধবের প্রত্যেকের সাথে ভালবাসার মান ভিন্ন ভিন্ন। চুরি করার কারণে চোরের প্রতি তো তুমি সহানুভুতি রাখতে পার না। কিন্তু একজন মানুষ হিসেবে সেই ব্যক্তির প্রতি সহানুভুতি রয়েছে। তার কর্মের জন্য আমাদের কোন সহানুভুতি নেই। যে ব্যক্তি কোন ধরণের মন্দ কাজ করে, তার প্রতি ভালবাসার দাবি হল তাকে হাত দিয়ে বা মৌখিকভাবে সেই মন্দ কাজ থেকে বিরত না রাখা যায় তবে তার জন্য দোয়া করা যেন সে সেই কাজ থেকে বিরত থাকে। কিন্তু যদি মনের মধ্যে বিদ্বেষ লালন করে তার ক্ষতি সাধনের চেষ্টা করা হয় তবে সেটি ঘৃণা। ভালবাসার অর্থ ব্যাপক ও বিস্তৃত। কেবল বাহ্যিক অর্থ নিলেই চলবে না। আপনাদের মনে যদি এমন ব্যক্তির জন্য বিদ্বেষ লালিত হয় তবে তা ঘৃণায় পর্যবসিত হয়। কিন্তু যদি তার সংশোধনের চেষ্টা করা হয় তবে সেটি ভালবাসারই একটি পর্যায়।

* একজন ওয়াকফা নও বলে, আমার প্রশ্ন হল তবলীগ সংক্রান্ত। অনেকে জামাতের বিষয়ে প্রভাবিত হয়, খিলাফত ব্যবস্থাপনাও তাদেরকে প্রভাবিত করে। কিন্তু তা সত্বেও তারা জামাতের অন্তর্ভুক্ত হতে চায় না। এমন মানুষদেরকে কি নির্দেশনা দেওয়া উচিত। এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: জামাতের অন্তর্ভুক্ত না হোক, (তাতে ক্ষতি কিসের?) আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন কাউকে সঠিক পথে পরিচালনা করা এবং জামাতের অন্তর্ভুক্ত করা আমার কাজ, তোমাদের কাজ নয়। আঁ হযরত (সা.)-কে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন -بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ অর্থাৎ তোমার উপর যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে তা তুমি পৌঁছে দাও। অতএব আপনাদের কাজ হল তবলীগ করা। তাদের কাছে সত্যের বাণী পৌঁছে দেওয়া। যারা সৎ প্রকৃতির এবং যাদের মধ্যে খোদাভীতি রয়েছে তারা অবশ্যই আসবে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: অনেকে আছেন যারা জামাতকেও ভাল চোখে দেখেন এবং খিলাফতকেও ভাল মনে করে। এমন মানুষদের জন্য দোয়া করুন যে, তাদের আহমদী হওয়ার ক্ষেত্রে যে অন্তরায় রয়েছে তা যেন দূর হয় এবং তারা বয়আত করে নেয়। কেননা বয়আতই হল আসল কাজ । আপনাদের কাজ হল এমন মানুষদের জন্য দোয়া করা। জোর করা যাবে না। আর কাউকে জোর করেও আহমদী বানানো যাবে না। কেবল বাণী পৌঁছে দিন। এরপর আল্লাহ্র কাছে দোয়া করুন এবং বিষয়টি আল্লাহ্র হাতে ছেড়ে দিন। এইভাবে অন্ততঃপক্ষে বাণী তো পৌঁছে যাবে। এরপর এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে যে, তাদের বাধাসমূহ দূর হয়ে যাবে বা জগতের ভয় তাদের মন থেকে দূর হয়ে যাবে কিম্বা জামাত এত বেশ উন্নতি লাভ করে ফেলবে যে, সবাই জানতে পারবে মানুষ এই জামাতে প্রবেশ করছে। আর তাদের কাছে কোন ছুতো থাকবে না যে, জামাত কি তা আমরা জানতাম না। তাই যখন সেই সফলতা অর্জিত হবে তখন ইনশাল্লাহ্ লোকেরা এই জামাতের অন্তর্ভুক্ত হবে। আল্লাহ্ তা'লা এই কারণেই কুরআন মজীদে বলেছেন 'ফি-দ্বীনিল্লাহি আফওয়াজা'। আপনাদের কাজ হল 'ইসতেগফার' করা এবং দোয়া করা। এই কাজ অব্যাহত রাখুন এবং সত্যের বাণী পৌঁছে দেওয়ার কাজ অব্যাহত রাখুন।

একজন ওয়কফা নও বলে, আমি ইঞ্জিনিয়ারিং-এ স্নাতক এবং ইন্টিলিজেন্ট সিস্টেমে মাস্টার ডিগ্রি করছি। মাস্টার কোর্সে তিনটি ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে যাওয়া যেতে পারে। একটি হল আর্টিফিসিয়াল ইন্টিলিজেন্স, দ্বিতীয়টি হল চিকিৎসা উপকরণ ও সরঞ্জাম তৈরীর ক্ষেত্র এবং তৃতীয়টি হল প্রতিবন্ধীদের জন্য ইন্টিলিজেন্স সিস্টেম তৈরী করার ক্ষেত্র। এগুলির মধ্যে কোন ক্ষেত্রটি আমার জন্য নির্বাচন করা উচিত। হুযুর আনোয়ার বলেন: তৃতীয় ক্ষেত্রটি নির্বাচন করুন যেখানে প্রতিবন্ধীদের জন্য ইন্টিলিজেন্স সিস্টেম তৈরী করা হয়। আর এমনটি করার সময় রাবোয়াতে গিয়ে ওয়াকফে আরজি (সাময়িকভাবে খিদমতের জন্য উপস্থাপন করা) করে আসুন, যেখানে প্রতিবন্ধীদের জন্য একটি স্কুল খোলা হয়েছে।

* একজন ওয়াকফা নও বলেন, হুযুর আনোয়ার (আই.) যখন পরিদর্শনে যান, তখন কি তিনি মালপত্র গোছানোর কাজ নিজেই করেন? হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, আমি নিজে করি না। আল্লাহ্র ফযলে এই কাজ আমার স্ত্রী করে দেয়।

* একজন ওয়াকফা নও প্রশ্ন করেন যে, এখানে জার্মানীতে মাতৃত্বকালীন ও পিতৃত্বকালীন ছুটি দেওয়া হয় যার উদ্দেশ্য হল যাতে শিশুরা যখন এক বছরের হয়ে যাবে তখন মায়েরা যেন যথাশীঘ্র কাজে ফিরতে পারে এবং দ্বিতীয়তঃ এর এও উদ্দেশ্য থাকে যে, পিতারাও যেন সন্তানের দেখা শোনা করে। এখানকার সমাজ যদি এমন সব নিয়ম-কানুন মেনে চলে তবে কি তারা উন্নতি করতে পারবে? হুযুর আনোয়ার বলেন, সরকার যদি মাতৃত্বকালীন ছুটি দেয় তবে তা মায়েদের পাওয়ার অধিকার রয়েছে আর সরকার তা প্রদান করছে। এর উপর কোন আপত্তি করা যেতে পারে কি? আর পুরুষরা যদি এমনটি করে যে, সরকারের কাছ থেকে বেতন নিয়ে কাজে যাওয়া বন্ধ করে দেয়। উপরন্ত মায়েদের উপর শিশুর দেখাশোনার দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে নিজে ঘুরে বেড়ায়, তবে তা অনুচিত। কিন্তু যদি স্ত্রীর সাহায্য করে থাকে এবং শিশুর দেখাশোনা করে তবে সেটিকে সঠিক বলা যেতে পারে।

* একজন ওয়াকফা নও প্রশ্ন করেন যে, হুযুর আনোয়ার গত বছর একটি জুমার খুতবায় নিজের ফুফুর সম্পর্কে বলেছিলেন যে, তিনি লটারী কেটে ছিলেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমি কোথাও লটারী শব্দ ব্যবহার করি নি। লটারী তো অবৈধ। আমি বলে ছিলাম প্রাইজ বন্ড। পাকিস্তানে প্রাইজ বন্ড প্রচলিত আছে যা একটি বৈধ জিনিস। কেননা আপনারা প্রাইজ বন্ড ক্রয় করার পর সেটিকে বিক্রিও করতে পারেন। লটারীতে একটি সংখ্যা বেরিয়ে আসে আর বাকি সমস্ত লটারী কোন কাজে আসে না। কিন্তু প্রাইজ বন্ড একটি সরকারী প্রকল্প। যদি একশ টাকার প্রাইজ বন্ড হয় আর সেটি প্রথম বারে না বেরিয়ে আসে, তবে তা পরের বারে বেরিয়ে আসতে পারে। যদি না বের হয় তবে চার-পাঁচ কিম্বা দশ বছর পর্যন্ত তা পড়ে থাকে। কিন্তু তবু আপনি সেই একশ টাকা ফেরত পেয়ে যাবেন। অনুরূপভাবে ইউরোপেও প্রাইজ বন্ড সিস্টেম প্রচলিত আছে। প্রাইজ বন্ড কেনা সম্পূর্ণ বৈধ। কিন্তু লটারী একবার কেনার পর তা নষ্ট হয়ে যায়। সমস্ত লটারীর মধ্যে মোট দু'টি বা তিনটি পুরস্কার বের হওয়ার পর বাকি সব নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু প্রাইজ বন্ডে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কারের পর অস্যংখ্য পুরস্কার থাকে। আর প্রাইজ বন্ডের মূল্য সব সময় বজায় থাকে। যদি একশ টাকার প্রাইজ বন্ড থাকে তবে তা একশ টাকার নোটের মতই পড়ে থাকে বা যদি পাঁচ হাজার টাকার বন্ড হয় তবে ঠিক যেন বাড়িতে পাঁচ হাজার টাকা রাখা আছে। এই জন্য বন্ড এবং লটারীর মধ্যে বিস্তর পার্থ্যক্য আছে। লটারী এক প্রকার জুয়া, কিন্তু বন্ড জুয়া নয়।

* একজন ওয়াকফা নও বলেন, আমার যমজ সন্তান রয়েছে। তাদের তরবীয়তের বিষয়ে উদ্বিগ্ন থাকি। হুযুর কি তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে কোন উপদেশ দিতে পারেন?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: নিজের নমুনা প্রদর্শন করুন। যথাযথভাবে নামায পড়ুন। বাচ্চারা যেন বুঝতে পারে যে, আপনি নামাযী। যে সমস্ত পিতা-মাতারা নামাযী হয় তাদের ছোট বাচ্চারা নিজেরাই জায়ে নামায পাতে এবং আল্লাহ্ আকবার বলে নামায পড়া আরম্ভ করে দেয়। অতএব শৈশব থেকেই সন্তানের মধ্যে এই অভ্যাস গড়ে তুলুন। এছাড়াও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে সেক্ষেত্রে মার্জিত ভাষা এবং শিষ্টাচারপূর্ণ আচরণ থাকা কাম্য।

এর পর সাতের পাতায়.....

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir